Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগলের খেয়াল

PRESENTED

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

LIBRARY
No. 11/16
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, হুগলী

—:o:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় সংস্করণ—
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

সঙ্ঘ-প্রেস হইতে—
কুমারী নির্ম্মলা ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—১৷০

প্রাপ্তিস্থানঃ—
দেবযান কার্য্যালয়
মগরা, হুগলী।
শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, হুগলী।
জয়গুরু পুস্তকালয়
বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান।
মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/16

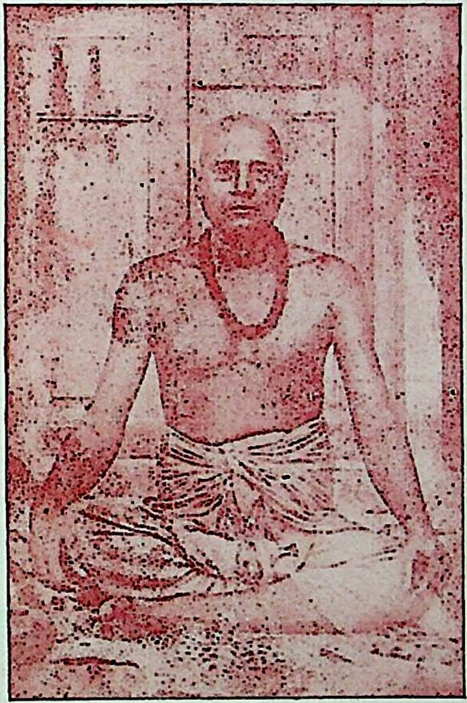

শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

THE ... LIBRARY
Anandamayee Ashram
BANARAS

পাগলের খেয়াল

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।

শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত দাশরথি স্মৃতিভূষণ গুরুদেব

শ্রীচরণকমলেষু

সংসার বৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে ।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ॥
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজং ।
বেদান্তাম্বুজ সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং ।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
জ্ঞানশক্তি সমারূঢ়ং তত্ত্বমালা বিভূষিতং ।
ভুক্তি মুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অনেক জন্ম সম্প্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ বিদাহিনে
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সার সম্পদাং ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঃ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

ওঁ তৎ সৎ হরিঃ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/16

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরি

শ্রীচরণকমলেষু

দেব!

জানিনা জন্ম-জন্মান্তরের কোন পুণ্যফলে আপনার অপরিসীম স্নেহ-লাভে ধন্য হইয়াছি। এরূপ ভালবাসা লাভ করিতে পারি, ইহজন্মকৃত এমন কোন কর্ম্ম ত আমার নাই, তথাপি আপনি আমায় বড় ভালবাসেন; আপনার আদরে আমি যেন কেমন হইয়া যাই, আমি আমাকে হারাইয়া ফেলি। আপনার আদরের আহ্বান "ওরে শ্বশুর" ইহা যে আমার কত মিষ্ট লাগে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা পাইতেছি না।

আজ আপনার আদরের "ওরে শ্বশুর" "পাগলের খেয়াল" লইয়া পূজা করিতে আসিতেছে, আপনি পূজা গ্রহণ করুন! প্রীত হউন।

আপনার আদরের

শ্বশুর

প্রবোধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

নমস্তভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায়সীতারামায় বেধসে॥

ভাবের সমষ্টিই জীবন, প্রত্যেক মানবের জীবনগ্রন্থ যদি পাঠ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় কতকগুলি ভাবই জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত খেলা করিতেছে! এ ভাবের উপর মানুষের স্বাধীনতা নাই, এ ভাব আপন ভাবেই কাজ করিয়া যায়, সকল ভাবগুলি বেশ প্রনিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শুধু ঊর্দ্ধ আকর্ষণে জীব নীবহ ছুটিয়াছে। ঠাকুরটী সকল ভাবের ভিতর দিয়াই নিজের কোলে টানিতেছেন, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, বিদ্যা, যশঃ, মান, সম্ভ্রম সকলের ভিতর তাঁরই আকর্ষণ দেখা যায়। একপদ কোন-দিকে যাইবার উপায় নাই, শুধু তাঁহার আকর্ষণে নিখিল জীব তাঁহার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, মানুষের যোগ্যতা অযোগ্যতা দেখেন না, তিনি কেবল ক্রোড়ে টানেন। আমি স্থূল-চক্ষে এক জনের অধোগতি দেখিয়া মনে করিলাম হয়ত এ ব্যক্তি শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র নয়, কিন্তু তাহা নয়, সোনায় বেশী খাদ থাকিলে তাহাকে অনেকবার পোড়াইতে হয়, দ্রাবকে রাখিতে হয়, তবে সোনার খাদ শূন্য হইয়া খাঁটী সোনায় পরিণত হয়, সেইরূপ তিনি মানুষকে নানা অবস্থায় নানা যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া খাঁটী করিয়া লয়েন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ যে কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন সে যে উর্দ্ধাকর্ষণে ছুটিয়াছে একথা ধ্রুব সত্য!

সাধুসঙ্গ, স্বাধ্যায়, শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া মানুষ যখন স্থির হয়, শ্রীভগবানের কৃপায় তখন বুঝিতে পারে যে সে নিরাশ্রয় নয়, তাহার একজন আছে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শোকে-হর্ষে, শান্তিতে-অশান্তিতে, সে আর বিচলিত হয় না, যাহা কিছু হইতেছে তাহা তাহার মঙ্গলের জন্য ইহা সে বেশ বুঝিতে পারে, সে তখন সর্ব্বদা নাম লইয়া দর্শকের মত নানা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির রঙ্গ দেখে আর হাসে। তাই বলিতেছিলাম মানুষের কোন ভাবটীই উপেক্ষনীয় নয়, সব ভাবগুলিই অতি প্রয়োজনীয়।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কতকগুলি ভাব "পাগলের খেয়াল" নাম দিয়া দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের আদেশে একত্রিত করিয়াছিলাম। পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেব এবং স্বামীজি উভয়ে পড়িয়া শুনিয়া এখানিকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময় ইহা প্রকাশ হয় নাই।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে বন্ধুবর শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী এই "পাগলের খেয়াল" খানিকে মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা করায় তাঁহারই উৎসাহে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার মধ্যে দুইটি তিনটী প্রবন্ধ হয়ত কাহারও প্রাণে ব্যথা লাগিতে পারে বলিয়া, দিবনা মনে করিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দের অভিমত না হওয়ায় দিতে বাধ্য হইলাম।

এই "পাগলের খেয়াল" প্রকাশ করিয়া তিরস্কার বা পুরস্কাররূপ যে ফুলদল পাইব সাদরে তাহা মস্তকে লইয়া শ্রীভগবানের পূজা করিব, তাঁহার ইচ্ছাতেই যখন এ ভাবের বিকাশ তখন সেই ফুলদলের তিনি একমাত্র অধিকারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশেষে নিবেদন, সিমলাগড়ের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি ও সোদরকল্প শ্রীমান্ পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন শ্রীভগবান্ ইঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করুন। অলমিতি—

যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি নতৎ সর্ব্বংময়াকৃতম্।
ত্বয়া কৃতস্তুফলভাগ্ ত্বমেব মধুসূদন॥

২রা ভাদ্র
শুক্লা একাদশী
১৩৩৩

ভক্তদাসানুদাস—
শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দেবশর্ম্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

রঙ্গময় ঠাকুরটী দপ্তরীপ্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে প্রথম সংস্করণটী নীরবে নিঃশেষ করিয়াছেন। আবার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশ করিতেছেন। ঠাকুরটী সবই মঙ্গল করেন, না বুঝিতে পারিলেই গোলমাল।

এ সংস্করণে কোন কোন স্থান সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইল। অলমিতিপল্লবেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনাবানুসৃত স্বভাবাৎ ॥
করোমি যদ্যদ্সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

ব্রজনাথজীউর বাটী,
ডুমুরদহ।

৩০শে ফাল্গুন
সংক্রান্তি
১৩৩৫

ভক্তদাসানুদাস—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং……। গীতা। ১০ম অঃ। ২৬

অশ্বত্থের মহিমা বর্ণনায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ।' ইহাপেক্ষা গৌরবের অবসর অশ্বত্থের নাই। তথাপি, অশ্বত্থের এই অনস্বীকার্য্য গৌরব স্মরণ করিয়াও একটা প্রশ্ন মনের দ্বারে সসঙ্কোচে আঘাত করে! সে বলে—শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষিত, তাপিত, পথিক, এই ছায়া-সুনিবিড় পল্লবঘন মহীরুহের স্নেহচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া পরমাতৃপ্তি লাভ করে, ইহা সত্য। ইহার বিশালতা, ইহার গাম্ভীর্য্য, ইহার কল্যাণদায়িনী শক্তি একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে ইহাও সত্য। কিন্তু ইহার বীজ কি সাধারণ মানব-মনের নিকট উপেক্ষিত নহে? কয়জন পথিক চিন্তা করে ইহার জন্মের ইতিহাস? বীজ হইতে ভ্রূণাঙ্কুর, ভ্রূণাঙ্কুর হইতে প্রথম পত্রোদ্গম, তাহার জীবনের বিস্তার, পল্লবে পল্লবে তাহার প্রাণ সঞ্চার! কয়জন চিন্তা করে তাহার কৈশোর জীবন, তাহার ক্ষীণদেহের উপর ঝটিকার আঘাতে উর্দ্ধদেহের থর থর কম্পন, তাহার যৌবন, শাখা প্রশাখার বিস্তার, সবল বলিষ্ঠ বাহু, উন্নত উদ্ধত শির, বিরাট ব্যক্তিত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি! কয়জন ইহা চিন্তা করে? কিন্তু চিন্তা করে না বলিয়া ত ইহার সত্যমূল্য হ্রাস পায় না—পাইতে পারে না।

পাগলের খেয়ালও সাধক জীবনের অনুরূপ বিস্তার! পূর্ণতার জয়-যাত্রার পথে যে সকল প্রশ্ন, যে সকল ভাব একের পর আর স্পন্দিত হয়, সেই সকল প্রশ্ন, সেই সকল ভাবরাজি, প্রবন্ধাকারে গ্রথিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভয়-ভাবনা, আশা-নিরাশা, উল্লাস-অবসাদকে কোথাও গোপন না করিয়া লেখক অকপটভাবেই দুর্যোগময়ী অমানিশার মধ্য দিয়া ঘনারণ্য ভেদ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন জ্যোতির্ম্ময়ের সন্ধানে! তাই সত্য সন্ধানী সাধকের পক্ষে এ গ্রন্থখানি অমূল্য।

চিন্তার রেখা প্রবন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিয়াছে—'পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম আছে কি? বোধ হয় নাই। কে এ কথার উত্তর দিবে?

বেড়া আগুণ—'তপস্যা করিয়া কর্ম্মক্ষয় করিব। প্রভু! দয়াময়! শক্তি দাও, সংসারের সুখবাসনা দূর করিয়া দাও, তোমার করিয়া লও। অশান্তি নাশ কর।' কি বুঝি তা বুঝি না—এ প্রবন্ধটিতে আমরা দেখিতে পাই যে কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সম্পর্কে অবহিত হইয়াও, ইহাদের অকল্যাণ বিচার করিয়াও যখন ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় না, অথচ জাগ্রত মন ইহাদের জয় করিতে চাহে, তখনকার বেদনামথিত হৃদয়ের চমৎকার অভিব্যক্তি! কঠিন আত্ম-সমালোচনা! মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় যাহাতে আত্ম-প্রবঞ্চনা প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা!

তৃষ্ণা–তৃষ্ণার বিভিন্নরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দর্পনের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

সুখের সন্ধানে—'আমি যে ক্ষনিক সুখের জন্য লালায়িত সে সুখ প্রকৃত সুখ নয়—প্রেমময়ের পূর্ণ সুখের ছায়ামাত্র, তাহার পার্শ্বে দুঃখ সর্ব্বদা বিরাজিত, কিন্তু মোহবশে আমি সেই সুখই চাই, একটা স্থায়ী সুখ আছে তাহা জানিবার চেষ্টা করি না। সেই ক্ষনিক সুখের মোহেই আত্মহারা হইয়া বিদ্যা, ধন, মান, জ্ঞান, প্রতিভা, রূপ, যৌবন, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতির গর্ব্বে ত্রিলোকের লোক সমূহকে তৃণজ্ঞান করি। ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

……দিবানিশি শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিতে পারিলেই সুখ অবিচ্ছিন্নভাবে চিরদিন থাকিবে।'

এবার তোমায় চাই—'হে পূর্ণ প্রেমময়! তোমার শশাঙ্ক-শুভ্র পূত প্রেম মন্দাকিনী ধারায় আমায় অভিষিঞ্চিত কর।' লক্ষ্য করিবার বিষয়, লেখক কিন্তু হৃদয়দ্বন্দ্বের রূঢ় বাস্তব সত্ত্বাকে কখনই অস্বীকার করেন নাই। তাই বলিতেছেন—'আবার ধীরে ধীরে কেন মোহ আসে? কি কুহকে সব ভুলিয়া যাই! পিতা-মাতার স্নেহের কথা মনে পড়ে; পত্নীর ভালবাসা ও সাংসারিক সুখের স্পৃহা কেমন উন্মাদ করিয়া ফেলে, আমি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি, আমি সব ভুলিয়া যাই।'

কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে তাই আবার বলিতেছেন—'এই গ্রহণ কর তোমার পিতামাতা, সুখ, শান্তি, ধন, যা' দিয়াছ সব লও, আমি আর তোমার চরণ যুগল কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। ……কালবরণ! এবার আমি তোমায় চাই।'

প্রেমপত্র—'আজ হইতে আমি তোমার দাস। তোমায় আর প্রাণেশ্বর, হৃদয়েশ্বর বলিয়া জ্বালাতন করিব না, প্রভু প্রভু বলিব—কেমন?'

দুঃখ- দুঃখ কেহই চাহে না। তাই বলিয়া দুঃখ কিন্তু কাহারও চাহিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না; তাই মানুষ দুঃখকে এত ভয় করে। লেখক কিন্তু নব-জীবনবাদ ঘোষণা করিয়া বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে বলিতেছেন—'যদি প্রার্থনা করিতে হয় দুঃখ প্রার্থনা কর।' শুধু তাহাই নহে, সে মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

'দারিদ্র্য যেন মহাপাপ ওরে যৌবনে ওরা মৃত্যু চায়।' সেই দারিদ্র্যকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে যেন আমি সতত নিষ্পেষিত হই!' কারণ—'তাহা হইলে তোমায় সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারিব।' এইভাবে লেখক রোগ, শোক, দারিদ্র্য প্রভৃতি সকল দুঃখকে নীলকণ্ঠের মত আকণ্ঠ পান করিতে চাহিয়াছেন।

প্রাণের প্রার্থনা—'ঢালো আলো! ঢালো আলো! সে পুণ্য-আলোকে আমার গন্তব্য পথ আলোকিত হউক! জ্যোতির্ম্ময়! আমি যেন জ্যোতির সমুদ্রে ডুবিয়া যাই।

মহাকবি গ্যেটে র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

'Light, Light, More Light!'

আত্মহারা—এ প্রবন্ধে লেখক যেন সমাজ ও ধর্ম্মের গ্লানি দর্শন করিয়া ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, বুঝিবা কিছুটা রুষ্টও হইয়াছেন! তাঁহার ক্ষুরধার লেখনী তাই নির্ব্বিচারে সকল অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সত্যের প্রতি নিষ্ঠায় ইহা একদিকে যেমন রূঢ় কঠোর, অপর দিকে রক্তক্ষরিত আর্ত্তহৃদয়ের অভিব্যক্তিতে তেমনই করুণ! প্রথম দৃষ্টিতে প্রবন্ধটিকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে আশঙ্কা করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে অতি সাবধানতার সহিত এ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শবসাধনা ও ভূতের রাজ্য—এ দু'টি প্রবন্ধেও এই ঝঙ্কার অনুরণিত হইতেছে।

সুপ্তসিংহ—সুস্থ হইয়া সত্যপথ, আদর্শজীবনলাভের পথ অনুসরণের প্রেরণা দিতেছে।

কর্ম্মপথ— কর্ম্মপথে লেখক যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সত্য-নির্দ্দেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তুমি সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মযোগের আদর্শ হইয়া জগতকে শিক্ষা দাও। বিশ্ব-প্রীতির প্রসার কর।'

'ভগবানের মন্দির-স্বরূপ তোমার দেহকে পরিষ্কার রাখ।'

'জাগো! স্বয়ং শিক্ষিত, কর্ম্মী হইয়া জগৎকে শিক্ষা দাও। পুস্তকে জ্ঞান নাই। জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধি—জ্ঞান তপস্যার প্রাণ। পশু পক্ষীর মত শাস্ত্র আবৃত্তি করিলে শত জন্মেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। উপাসনা কর জ্ঞানের বিকাশ হইবে, সাধনা কর বিশ্ব-স্রষ্টার শক্তি তোমায় আলিঙ্গন করিবে। জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞানই চরম লক্ষ্য!'

'যৌবনই সাধনার শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! কলির সাধনা বড় সহজ সাধনা! নাম কর, নাম কর, অনিবার নাম কর। জিহ্বায় শব্দ উচ্চারনের যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ নাম কর।'

কিমসি গঠিত স্তবং কথয় মে—লেখক এ প্রবন্ধে প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে সকল দ্বন্দ্বের নিরশন করিয়া গুরুবন্দনা করিয়াছেন।

পরিশেষে বলি ইহাই গ্রন্থের পরিচয় নহে—গ্রন্থের পরিচয় ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে! যে আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক আন্তরিকতা লইয়া পাঠ করিলেও পাঠকমাত্রেই উপকৃত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। একাধিকবার পাঠ করিলে ইহার অর্থ অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭। প্রকাশক
শ্রীদাশরথি বন্দোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

—:—

উদারা

বিষয়		পত্রাঙ্ক
দৈনিক লিপি	চিন্তার রেখা	১
	আমায় তোমার করে নাও ভগবান্	৩
	দীক্ষা	৫
	রোগের কথা	৬
	বেড়া আগুণ	৭
কি বুঝি তা বুঝি না		৯
তৃষ্ণা		১৩
সুখের সন্ধান		১৮
এবার তোমায় চাই		২৪
প্রেম পত্র		২৬
দুঃখ		২৯
প্রাণের প্রার্থনা		৩৩

মুদারা

আত্মহারা	৪১
শব সাধনা	৪৭
সুপ্ত সিংহ	৫৫
ভূতের রাজ্য	৬৩
কর্ম্মপথ	৭২
কিমসি গঠিত স্তং কথয় মে	৭৯

পরিশিষ্ট

খেয়াল	৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় গুরু

অপিচেৎ সুদুরাচারোভজতেমামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ।।

ক্ষিপ্রং ভবতিধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয়প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

সকৃদেবপ্রপন্নায় তবাস্মীতিচ যাচতে ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রত্যং মম ॥

অচ্যুত্যানন্দগোবিন্দ নামোচ্চারণভীষিতাঃ ।
নশ্যন্তি সকলারোগাঃ সত্যংসত্যং বদাম্যহম্ ॥

কে আছ পীড়িত ! এই অচ্যুত আনন্দ গোবিন্দ নামরূপ মহৌষধ পান কর চিরদিনের মত তোমার সমস্ত রোগ নষ্ট হইবে দুঃখের পর সুখের মত জীবনের পর মরণের মত একথা সত্য, ধ্রুব সত্য ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARES.

পাগলের খেয়াল

চিন্তার রেখা

বৎসর ফুরাইল। আজ এক বৎসরকাল বাবাকে হারাইয়াছি। বাবা! বাবা! বাবা! জানিনা তুমি কোথায় কাহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এ জীবনে আর তোমায় দেখিতে পাইব না।

এ এক বৎসর কি করিলাম! দেখিতে দেখিতে এই এক বৎসর অনন্তকালের গর্ভে অনন্ত বৎসর রাশির সঙ্গে কি যেন কি হইয়া গেল। আবার নূতন, আবার নূতন; নূতন কেন তুমি ধরামাঝে আইস, তোমার নূতনত্ব কতক্ষণ? এক মূহূর্ত্ত, এক পল, এক অনুপলের মধ্যেই যখন পুরাতন হইয়া যাও তবে তুমি আইস কেন? যদি তুমি নূতনত্ব না রাখিতে পারিলে তবে আইস কেন?

কে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়? কা'কে জিজ্ঞাসা করি? আচ্ছা, আমি আসি কেন? অনন্তকালের স্রোতে গা ভাসাইয়া সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইবার জন্য আমি আসি কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছা, আমি প্রথম কোথা হইতে আসিলাম? পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম আছে কি? বোধ হয় নাই। কে এ কথার উত্তর দিবে? আমার মনগড়া উত্তর আমি দিই? নূতন আইসে পুরাতন হইতে; কেমন মনের মতন হইয়াছে? না—এ উত্তর মনের মত হইল না। আচ্ছা তবে বলি, দেখ, ভগবান্ সৃষ্টি করিলেন জীব সৃষ্ট হইল; বর্ষ মাস, দিন, সৃষ্ট হইল। মানুষ হইতে মানুষ উৎপন্ন হইতে লাগিল। দেখ, মানুষের এক রকম সব সময় ভাল লাগে না। যদি প্রতি মূহূর্ত্ত পরিবর্ত্তন না হইত, তাহা হইলে ভাব দেখি মানুষের কি ভয়ানক কষ্ট হইত! বোধ হয় বুঝিতে পারিলে না। আচ্ছা, যদি তোমার পক্ষে সকালবেলা পুষ্পচয়ন এইটুকু সৃষ্টি হইত অর্থাৎ দিবারাত্রি সব সময় পুষ্পচয়নের সময় এইরূপ যদি জগৎ সৃষ্ট হইত তাহা হইলে তাহা কি কষ্টকর হইত। ভাব দেখি! দীর্ঘ জীবন পুষ্পচয়ন করিয়া কাটাইতে হইলে তুমি কি করিতে? তাই পরিবর্ত্তন; পুষ্পচয়নের পর স্নান, পূজা, আহার, ভ্রমণ ইত্যাদি নিত্য নূতনের সৃষ্টি, বুঝিলে? দেখ আমি মূর্খ, আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অন্ধকার না থাকিলে কেহই চাঁদের সংবাদ লইত না, শীত না থাকিলে কেহই বসন্তের আদর করিত না, ঝঞ্ঝাবাত না থাকিলে কেহই মলয় পবনের সন্ধান লইত না, দুঃখ কষ্ট না থাকিলে কেহই ভগবানের নাম লইত না।

আমি আসি কেন? বলি, তুমি না আসিলে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করে কে? দুঃখ ভোগ করে কে? প্রথম কোথা হইতে আসিয়াছ? যেস্থান হইতে সবাই আসিয়াছে সেই স্থান হইতেই আসিয়াছ? পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম আছে কি? বেশ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা যদি না থাকিবে তবে তুমি কোথা হইতে আসিলে? তুমি যদি বল প্রকৃতি হইতে, তাহা হইলে তোমার কথার আমি এই উত্তর দিতেছি তুমি এই দশ বৎসর ব্যাকরণ লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছ আর কত লোক পঞ্চতীর্থ, সপ্ততীর্থ, বি. এ, এম্. এ. হইতেছে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ভোগ করিতেছে। তুমি দ্বিপ্রহর রৌদ্রে মাথায় মোট করিয়া ঝল্সাইতে ঝল্সাইতে আসিতেছ আর সেই সময় হয়ত তাঁরাচাঁদবাবু মখমলের গদির উপর শুইয়া আছেন, চারিটা চাকরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে—কেন এমন হয়। তুমি তোমার পদযুগল দ্বারা কত ক্রোশ রাস্তা গমনাগমন করিতে পার কিন্তু শশীদোকানীর মেয়েটা মোটেই হাঁটিতে পারে না। এবার বল দেখি পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম আছে কি না ?

যাক্, ভগবান্! আর কতদিন বাঁধিয়া রাখিবে ? ঠাকুর বাঁধন খুলিয়া দাও; সংসার হইতে মুক্তি দাও! আমি মহাপাপী, কত পাপ সঞ্চয় করিয়াছি তাহার ফলে এত কষ্ট পাইতেছি। বন্ধন মোচন কর ঠাকুর!

আমায় তোমার করে নাও ভগবান্

অমিয় সাগর মন্থন রতন
তুমিগো আমার তুমি।
কতযে সুন্দর (তব) রূপ মনোহর
কেমনে বর্ণিব আমি॥
চরণ নখর হেরি শশধর
লুকান মেঘের কোলে।
মরি মরি মরি চরণ দুখানি
বলত কোথায় পেলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর নূপুর, বাজিছে মধুর
রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু।
অশান্তি আলয় সংসারে আসিয়া
ও চরণ না চিনিনু॥
অলক্তক জিনি পদতল তব
ধ্বজ বজ্র (আদি) শোভে তায়।
কিসের কারণ, মস্তক আমার
(ও) চরণে লুটাতে চায়॥
জনমে মরণে জাগ্রতে স্বপনে
দিওহে চরণে স্থান।
তুমি হে আমার (এবে) আমায় তোমার
করে নাও ভগবান্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা

আজ আমার জীবনের একটা বাঞ্ছিত প্রার্থিত দিন। চির পিপাসিত প্রাণ বার বার জল আশায় মায়া মরীচিকায় প্রবঞ্চিত হয়ে কণ্ঠাগত হয়েছে, আর বুঝি থাকে না! তাই কলকল-নাদিনী শিবশিরবিহারিণী গঙ্গা, দাসের প্রতি কৃপা করে, তাঁর মন্দাকিনীধারা পান করাবার জন্য এসেছেন। ছুটে যাই, পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করি। আজ আমার নূতন জীবন, ভগবান্ দয়া করে আমায় দীক্ষা দিয়েছেন।

বৈকালে শ্রীগুরুদেব কালীচরণ ও আমি ত্রিবেণী হইতে দিগসুই আসিলাম।—

২৯শে পৌষ, ১৩১৯।
দিগসুই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগের কথা

এই এক বৎসরকাল চলিয়া গেল। যদি জীবন দান কর তাহা হইলেও ইহার আর একটি দিন বা মুহূর্ত্তও দেখিতে পাইব না! প্রভো! এ খেলা কি তোমার শেষ হইবে না? কবে শেষ হইবে দয়াময়! আর পারি না।- দূর বোকা, বল্ পারিব পারিব পারিব। খেলা দেখিতে আসিয়া না দেখিয়াই ফিরিয়া যাওয়া চলে না, যাক্।

এ বৎসর কেবল রোগ ভোগ করিলাম। পড়ার সুবিধা হইল না। আর কেমন করিয়াই বা হইবে। রোগে কখন পড়া হয়? দাদার শরীর ভাল নয়। বাটীশুদ্ধ সকলেই ভুগিল।

উপেন্দ্র কুটীর ; কলিকাতা।
১৩ই পৌষ ১৩২০ ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়া আগুণ

কল্য হইতে একটি ভাব আসিয়াছে "কোন নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া কিছু-দিন তপস্যা করা।" আজন্ম বাঁধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

বাল্যে মাইনর স্কুলে যখন থার্ড ক্লাশে পড়িতাম সেই সময় পিতা টোলে ভর্ত্তি করান। মামার বাড়ী থাকিয়া পড়িতাম, পড়া হইত না, সে টোল ত্যাগ করিলাম। ১৬৷১৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িতে বসিয়া রহিলাম। ১৩১৬ সালে গুরুদেবের আশ্রয় পাই। সেই বৎসরই আদ্য পরীক্ষা দিব বলিয়া প্রস্তুত হইলাম। ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা, তাহার ৫৷৬ দিন পূর্ব্বে ডবল নিউমোনিয়া হইল। জীবনে বহু যাতনা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া তখন জীবনান্ত হইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন পুনরায় গুরুগৃহে আসিলাম আবার নূতন করিয়া পাঠ আরম্ভ করিতে হইল। সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি! সেই বৎসর আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম।

আমার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। নিউমোনিয়ার পর হইতে স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। ১৩১৮ সালে পিতৃবিয়োগ হয়। দাদার জীবনসংশয় পীড়া, চাকরী যায় যায়।

আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া ভোগ প্রত্যেক বৎসর করিয়া আসিতেছি। ঔষধ সেবনে ত্রুটী করি নাই, যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, তবু রোগ ভোগ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস হইতে করিতে হইতেছে। রোগজীর্ণ দেহ লইয়া পড়ার উন্নতি কি করিব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাকরণের আদ্য, মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। উপস্থিত ব্যাকরণের উপাধি ও ন্যায়ের আদ্য পড়িতেছি। পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। প্লীহা ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এখন জীবন পরিত্যাগই জীবনধারণের একমাত্র উপায় দেখিতেছি।

দাদার গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস, হেল্‌থ সার্টিফিকেটের জন্য মঞ্জুর হইতেছে না। দাদার শরীর ভাল নয়। বাবার ঋণ কিছু আছে এবং দাদার পীড়ার জন্য ঋণ হইতেছে। চতুর্দ্দিকে দৈন্য আসিয়া ঘিরিয়াছে। কি করি কি উপায়ে এ ভীষণ সময়ের হাত হইতে নিস্তার পাই !

আজন্ম সংসারেব উপর বীতশ্রদ্ধ আমি, সংসারের এক একটা ঘাত প্রতিঘাত ভীষণ হইতেও ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তপস্যা করিয়া কর্ম্মক্ষয় করিব। প্রভু ! দয়াময় ! শক্তি দাও, সংসারে সুখ বাসনা দূর করিয়া দাও, তোমার করিয়া লও। অশান্তি নাশ কর।

উপেন্দ্র কুটীর, কালিঘাট
৬ই আষাঢ়, ১৩২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

কি বুঝি, তা বুঝি না!

বুঝি সব কিন্তু কি বুঝি; তা বেশ বুঝি না। "দিন ফুরালে কিছুই রবে না" এ কথাটা যে সময় শুনিলাম তখন হৃদয়-বীনায় একটা ঝঙ্কার উঠিল, তাইত দিন ফুরাইলে আর ত কিছুই থাকিবে না! এ শরীর—যাহাকে উত্তম উত্তম সুখাদ্যের দ্বারা নিত্য পুষ্ট করিতেছি, বাত, আতপ, হিমানী হইতে সতত রক্ষা করিতেছি, জগতে যত কিছু প্রিয় বস্তু আছে শরীরই তাহার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—হায় এমন সোণার শরীর তাহাত থাকিবে না! তবে আর কেন? হয়ত এ ভাবের রাগিনী, সঙ্গীতরব নীরব হইতে না হইতে বিলীন হইল, অথবা দুই একদিন মাঝে মাঝে তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে সহসা এক নীরব নিশীথে কোন একটা কিসের অন্তরালে চিরতরে লুকাইল; এটা কেমন বুঝিলাম।

ভগবান্ শঙ্করের মোহমুদ্গর লইয়া পড়িলাম—"মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং" আহা! বড় সুন্দর কথাই বলিয়াছেন! যদি কেহ সে স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে বিজ্ঞভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—ধনাগম তৃষ্ণা ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আহা! মোহমুদ্গর সত্যই মুদ্গর।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণ-বর্ত্মে্ব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে।

তৃষ্ণা ত্যাগ করাই উচিত। আমাদের যাতায়াত তৃষ্ণা, কামনা ইত্যাদি লইয়া—সুন্দরভাবে বুঝাইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আমি কি বুঝিলাম যদি জিজ্ঞাসা কর এস আমার মনোরাজ্যে এস, দেখ স্তরে স্তরে কেমন তৃষ্ণা সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ দেখ মনোরথ কল্পিত অট্টালিকার সিংহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরীকুল উন্মুক্ত কৃপান হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে; গগনস্পর্শী মনিমুক্তাখচিত অট্টালিকায় সূর্য্যকিরণ নিপতিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছে, শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত শ্বেত-প্রস্তরের স্তম্ভশ্রেণী, দেবমন্দির, অতিথিশালা, অশ্বাগার, হস্তিশালা প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। অদূরে শ্বেত প্রস্তরের সোপান-সম্বলিত সুনির্ম্মল সরোবর-সলিলে সুহাসিনী সরোজিনী সহাস্য আস্যে সমীরণের সহিত সংলাপ করিতেছে। এইরূপ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র কত তৃষ্ণা আমার মনোরাজ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—বুঝি সব কিন্তু কি বুঝি তাহা বেশ বুঝি না। এ একটা প্রহেলিকা নয় কি? এ মহা মোহ-মহীরুহে শঙ্করের মুদ্গর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। যদি কখন কেহ কুলিশ কঠিন মোহ-কুঠার লইয়া উপস্থিত হন হয়তো তিনি এ বৃক্ষের মূলোচ্ছেদনে সক্ষম হইতে পারেন। কি জানি সে দিন এবার অদীনের ভাগ্যে উদয় হইবে কিনা!

ত্বঙ্মাংসরক্ত বাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বাবিলোচনং
সমালোকয় রম্যং চেৎ কি মুধা পরিমুহ্যসি।
এতন্মাংস বসাদি বিকারং
মনসি বিচারয় বারং বারং।

ত্বক্, মাংস, রক্ত, বাষ্প, অম্বু সব পৃথক্ পৃথক্ রাখিলে নারীদেহে ভালবাসিবার কিছুই থাকে না। নারী রক্তবসাদির বিকার তা জানি. নারী সহস্রদোষরত্নের রত্নপেটীকা তা বুঝি—

বিশ্বাসপাত্রং ন কিমস্তি নারী
দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি এক নরকদ্বার রমণীরতন তা শুনেছি—

কিমত্রহেয়ং কনকঞ্চ কান্তা
সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা স্ত্রী
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী
ত্যজ্যং সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্
কিন্তদ্ বিষস্তাতি সুরোপমং স্ত্রী ॥

এ অমৃতময়ী বাণীর একবার নয়, শত শতবার অলোচনা করিয়াছি, বিশ্বাসঘাতকতার রাজ অট্টালিকা, সুখশান্তি হরণে কল্পলতিকা, দেহীর শৃঙ্খল স্বরূপিণী, রমণী যে রমণীয় নয়, তাহা'ত বুঝিয়াছি তথাপি কেন বুঝি না? দীপালোকে পতঙ্গের মত আত্মদান করি, একি একটা প্রহেলিকা নয়? ধন, মান, জ্ঞান, গর্ব্ব, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, যশ, কীর্ত্তি সবই একদিন ত্যাগ করিয়া লেলিহান বৈশ্বানরের আহুতিরূপে অথবা শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্যরূপে সুখের পর দুঃখের ন্যায়, দিবা অবসানে রাত্রির ন্যায় সুনিশ্চয় পরিণত হইব তাহা কি বুঝি না? তথাপি কেন ধন,মান ইত্যাদির জন্য ব্যস্ত হই? কালের দুর্ণিবার কুটীল চক্রে একদিন অনিচ্ছাসত্বে সমস্ত যখন ত্যাগ করিতে হইবে তখন এ মোহপাশ আজই কেন ছিন্ন করিতে পারিতেছি না। এখনও সময় আছে, এখনও উপায় আছে।

বুঝি সব কিন্তু কি যে বুঝি তা বেশ বুঝি না। তাই বিষয়ী তুমি, এ উন্মাদের প্রলাপে কর্ণপাত করিও না—এ কুপ-মণ্ডুকের বৃথা আস্ফালন। কর্ম্মীগৃহী তুমি হয়তো আমার এ দুর্ব্বলতায় হাস্য করিতেছ। উচ্চহাস্য কর, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। শুধু আমার জিজ্ঞাস্য শান্তি পাইয়াছ কি? যে শান্তির পার্শ্বে অশান্তি, আমি সেই মোহমাখা-শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। যে শান্তি-সলিলে একবার অবগাহন করিলে দূর হইতে অশান্তি চরণতলে লুটিয়া পড়ে সেই শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে শান্তি-সূর্য্য মানস আকাশে সমুদিত হইলে কাম ক্রোধাদি সহচর-সহ অশান্তি-নিশাচরী আর উৎপীড়ন করিতে পারে না। সেই মধুময়ী শান্তি।

যে শান্তিবারিস্তে একবার অভিসিঞ্চিত হইলে অশান্তিরূপ ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বজ্র আর কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না, সেই মধুময়ী চিরশান্তির কথা আমার জিজ্ঞাস্য।

এ আত্মবিলাপ শুনিয়া তুমি হয়ত বলিবে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"। বুঝিয়া যে স্ফুরণ হয় না ইহার হেতু সঞ্চিত কর্ম্ম, কর্ম্মক্ষয় যতদিন না হইবে ততদিন বৈরাগ্যের স্ফুরণ হইবে না। উপস্থিত "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্"; এই কথাটাই কি সহজ? আমি ফল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ফল আপনি উদয় হয়। তবে কি হবে? হে জ্ঞানদাতা গুরুদেব! দাও নাথ, দাও প্রাণেশ্বর, দাও দেব, জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া দাও। অজ্ঞান-পিশাচ দূর দূরান্তরে চলিয়া যাউক্, মোহ অন্ধকার চিরতরে বিলীন হউক। হৃদয়ভরা ব্যাকুলতা দাও, ব্যাকুল-ভাবে ব্যাকুলতা প্রার্থনা করিতেছি, এ জন্মে ব্যাকুলতা পাইবার কি অধিকারী হইব না?

দিগসুই, ১৩২৩, মাঘ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃষ্ণা

শুনিয়াছি উৎপত্তি, বর্দ্ধন ও নাশ এই তিনটী অবস্থা সমস্ত পদার্থের আছে। হে তৃষ্ণে! হে অশান্তিদায়িনি! হে সুখতরুর মূলোচ্ছেদকারিনি! তুমি কি এ তিনের অতীতা? তোমার কি ক্ষয় নাই?

দিনকর প্রখরনিকরে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক ভাবিল একটী বৃক্ষতল পাইলে কৃতার্থ হয়, কিন্তু সে যখন বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণান্তকারিণী পিপাসা আনিয়া দিলে, তখন পথিক ভাবিল সরোবর পাইলে সে আর কিছুই চায় না; সরোবর প্রাপ্তির পরক্ষণে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক, আহার্য্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অর্থতৃষ্ণায় সে আকুল। রঙ্গময়ি! তোমার রঙ্গ তুমি বোঝ!

জঠরাগ্নির বিষম দাহনে দগ্ধীভূত দরিদ্র ভাবিল যদি সে শতমুদ্রা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার আশা পূর্ণ হয়, শতমুদ্রা প্রাপ্ত হইবামাত্র সহস্র মুদ্রার তৃষ্ণা আসিল, সৌভাগ্যক্রমে যদি সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইল অমনি লক্ষ মুদ্রার তৃষ্ণা, লক্ষপতি ভূপতি হইবার তৃষ্ণায় আকুল, ভূপতির সম্রাট হইবার তৃষ্ণা, সম্রাটের ইন্দ্রত্ব পাইবার, ইন্দ্রের ব্রহ্মত্ব পাইবার তৃষ্ণা, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ, হরি হরপদ প্রাপ্তি তৃষ্ণায় ব্যস্ত। হে সন্তাপদায়িনি তৃষ্ণে! তোমার অন্ত আছে কি?

রূপ-পিপাসুর রূপতৃষ্ণা, দরিদ্রের অর্থতৃষ্ণা, রোগীর নীরোগ হইবার তৃষ্ণা, কুরূপের সুরূপ হইবার তৃষ্ণা, অনল ঘৃতাহুতি পাইলে যেমন দ্বিগুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেজে জলিয়া উঠে, তেমনি এক তৃষ্ণা মিটিতে না মিটিতে অনন্ত তৃষ্ণারূপে জনগণের দুঃখকষ্ট পরিবর্দ্ধিত করিতেছ। হে অনন্তরূপিনি! তুমি নিরাকারা না সাকারা তা জানি না, তথাপি তোমার চরণতলে কি জানি কেন মস্তক স্বতঃই লুণ্ঠিত হইতে চায়। তোমার চরণযুগলে কোটী কোটী প্রণাম।

হে দুঃখকষ্টদায়িনি! তোমার অত্যাচারে সংসারে এত হাহাকার, এত মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ, শান্তির নন্দন কাননে অশান্তি-রাক্ষসীর উন্মাদ তাণ্ডব নর্ত্তন, ধর্ম্মের পূণ্যবেদী অধর্ম্মের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তোমার অত্যাচারে এ পুণ্যময়, শান্তিময়, সুখময়, সংসার অধর্ম্ম, অশান্তি, অসুখরূপ বৃশ্চিকের ভীষণ দংশন যন্ত্রণায় পরিত্রাহি রবে চীৎকার করিতেছে।

তুমি তৃষ্ণা যদি না থাকিতে, তাহা হইলে ধনবানই কে আর দরিদ্রই বা কে? তুমি আছ বলিয়াই ধনী দরিদ্রের পার্থক্য আছে, তাহা না হইলে সকলেই নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত। রূপ পিপাসু আর রূপের তৃষ্ণায় দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিত না। অর্থার্থী আর অর্থের জন্য আকুল হইয়া চুরি, ডাকাতি, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনারূপ বাড়বাগ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া দিবারাত্র দগ্ধ হইত না। রোগী আর নীরোগ হইবার তৃষ্ণায় অহরহঃ মনাগুণে দীর্ঘশ্বাসে আত্মীয়বৃন্দের সুখশান্তি হরণ করিত না।

তোমার গুণের কথা কত বলিব! জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, তোমার গুণের কথা জলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবাসুর সংগ্রাম স্বর্গতৃষ্ণায়, অমৃতমন্থন অমরত্বের তৃষ্ণায়, দক্ষযজ্ঞ শিবের অপমান তৃষ্ণায়, সুন্দোপসুন্দ ও শুম্ভ নিশুম্ভের পতন রূপতৃষ্ণায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামের বনগমন কৈকেয়ীর রাজমাতা হইবার তৃষ্ণায়, রাবণ সবংশে নির্ব্বংশ হইল রূপ-তৃষ্ণায়, ভারত সমর রাজ্য তৃষ্ণায়, সর্ব্বত্রই তৃষ্ণা।

হে মহৈশ্বর্য্যশালিনি অনন্ত শক্তিময়ি তৃষ্ণে! তোমার প্রবল প্রতাপে ত্রিলোকের লোক কম্পিত।

শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত রাজা যযাতি স্বীয় জরা বিনিময়ে পুত্রগণের নিকট হইতে যৌবন প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, চারিটী পুত্রকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; তথাপি হে তৃষ্ণা তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর নাই। অগত্যা যযাতি বলিয়াছেন যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নির উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয় তদ্রূপ কাম্যবস্তু সম্ভোগদ্বারা কামের নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়। এই রত্ন সম্পূর্ণা পৃথিবী, সমস্ত সুবর্ণ, পশু ও বনিতা একজনের উপভোগ্য হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হইতে পারে না।

হে রঙ্গময়ি! তুমি স্বতঃই বর্দ্ধনশীলা। নিত্য নব নব সঙ্গিনীগণ সঙ্গে সংসার-রঙ্গমঞ্চে রঙ্গভরে কত রঙ্গ করিতেছ তাহার ইয়ত্ত্বা নাই।

পুত্র বিয়োগবিধুরা জননী, আবার পুত্র হইয়া বংশ রক্ষা করিবে এই আশায় মৃতপুত্রের শোক বিস্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেখানে আশার ছদ্মবেশে তুমি তৃষ্ণা!

দাতা দান করেন স্বর্গতৃষ্ণায় অথবা নাম প্রচারের তৃষ্ণায়, কবি কাব্য রচনা করেন যশের তৃষ্ণায়, ধর্ম্মধ্বজী ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন বা ধর্ম্মোপদেশ দেন যশঃতৃষ্ণায়। পতি পত্নীর অফুরন্ত ভালবাসার মূলে তুমি তৃষ্ণা, পুত্রের পিতৃভক্তিতে তুমি তৃষ্ণা, মাতার স্নেহপীযূষে তুমি তৃষ্ণা বিদ্যমান আছ। নির্জ্জন গুহবাসী সন্ন্যাসী তাহারও হৃদয়ে তুমি তৃষ্ণা। হে সর্ব্বত্রগামিনি সর্ব্বহৃদয়বাসিনি কি প্রবল শক্তি তোমার! রাজা ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক ব্যাকোশে বিদধতি শমে শাম্যতি তৃষা
পরিষঙ্গে তুঙ্গে প্রসরতি তরাং সা পরিণতিঃ।
জরাজীর্ণৈশ্বর্য্য গ্রসন গ্রহণাক্ষেপ কৃপণ
স্তৃষাপাত্রং যস্যাং ভবতি মরুতামপ্যধিপতি ॥

সংযম বিশুদ্ধচিত, বিবেক বিকাশযুত,
হইলে সাধনবলে তৃষ্ণা পরিক্ষয়।
গাঢ় তৃষ্ণা আলিঙ্গনে, পরিণাম বিবর্দ্ধনে,
হইবে অসাধ্য তব তৃষ্ণার বিলয় ॥
জরাজীর্ণ স্থরৈশ্বর্য্য, গ্রসনে প্রকাশি বীর্য্য,
তৃষ্ণাপাত্র স্থরপতি ত্যজিতে অক্ষম।
গহনা সে তৃষ্ণা অতি, তৃষ্ণায় জগৎ স্থিতি,
তৃষ্ণাক্ষয় হয় যদি সার্থক জনম ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—

শত্রোর্মহাশত্রু তমোঽস্তি কোবা
কামঃ স কোপোঽনৃত লোভ তৃষ্ণা।
ন পূর্য্যতে কো বিষয়ৈঃ স এব
কিং দুঃখ মূলং মমতাভিধানং।
শত্রু হ'তে অতিশয় শত্রু যেবা হয়।
কাম ক্রোধ লোভ তৃষ্ণা অসত্য নিশ্চয় ॥
অপূর্ণ বিষয়ে কিবা লোভ তৃষ্ণা কাম।
দুঃখমূল হয় কিবা মমতাভিধান ॥

আরও বলিয়াছেন—

তৃষ্ণাক্ষয়ং স্বর্গপদং কিমস্তি ॥

সংসারে-তোমার উপমা এক অগ্নি। এ ভিন্ন তোমার আর দ্বিতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপমা নাই। অগ্নি যেমন হবিঃ প্রাপ্ত হইলে জ্বলিয়া উঠে তুমিও কাম্যবস্তু প্রাপ্তে আরও জ্বলিয়া উঠ। হবি প্রদান না করিয়া ভস্ম দিলে অগ্নি ক্রমশঃ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। হে ভবব্যাধিরূপিণি! তোমার একমাত্র মহৌষধ সেই বিভূতি রসায়ন। মাত্রানুযায়ী সময় মত এই অমোঘ রসায়ন প্রয়োগ করিতে পারিলে তোমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে নচেৎ নিস্তার নাই। আশা, কামনা, তৃষ্ণা যখন যে পীড়া প্রবল হইবে দাও মুষ্টি মুষ্টি বিভূতি অর্থাৎ ছাই দাও, সকল জ্বালা জুড়ে যাইবে। সেইজন্য ত্রিলোচন বিভূতিভূষণ, তৃষ্ণাকে ভস্ম করিয়া গায়ে মাখিয়া মহাদেব, এই নাম লইয়াছেন। ত্যাগীর নিকট এইজন্য বিভূতির এত আদর।

মন! ভবরোগ বৈদ্যের বিভূতি রসায়নটী যেন ভ্রমেও ভুলিও না। এ মহৌষধের গুণে তুমি নিশ্চয়ই নিরাময় হইতে পারিবে।

১৩২৩, মাঘ।
দিগ্ সুই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখের সন্ধান

অনেক দিন হইতে সুখের সন্ধান করিতেছি কিন্তু সুখ কোথায়? দুঃখ দৈন্যপূর্ণ রোগশোক তরঙ্গাকুল সংসার-সাগরে সুখের আশায় নিতাই নিমজ্জিত হইতেছি কিন্তু সুখ কৈ?

আমি দরিদ্র। ভাবিলাম হয়ত ধনীব্যক্তি সুখী, অগণ্য দাসদাসী সতত যাঁহাকে সেবা করিতেছে, উত্তম উত্তম ভোগ্যবস্তু যিনি উপভোগ করিতেছেন, সুন্দর প্রাসাদে দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় যিনি শয়ন করেন, উদারান্নের জন্য যাঁহাকে চিন্তা করিতে হয় না সেই ধনীর মত সুখী বুঝি আর কেহ নাই। ওঃ হরি! সন্ধান করিয়া জানিলাম তাঁহার মত দুঃখী আর জগতে নাই। হয় তিনি অর্থচিন্তায় সতত আকুল হইয়া আছেন, কিসে অর্থ বর্দ্ধিত হইবে, কিসে অর্থব্যয় না করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে তিনি সেই চেষ্টায় অতি দুঃখে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন, না হয় তিনি রোগী, সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্যের দিকে কুকুরের মত চাহিয়া আছেন, তাঁহার অদৃষ্টে জলসাগু ব্যতীত আর কিছু জোটে না, দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা তাঁহার কণ্টকশয্যায় পরিণত হইয়াছে, অনুক্ষণ মৃত্যু-প্রার্থনা করিতেছেন। ওহো! কি ভীষণ ভুল করিয়াছি, অর্থের সুখ নাই!

তবে কি নারীতে সুখ আছে? না, অনুসন্ধানে বুঝিলাম নারী অগ্নিকুণ্ডস্বরূপিনী; নির্ব্বোধ মানবগণকে অহরহঃ দগ্ধ করিবার জন্য ইহাদের জন্ম। উন্মত্ত ব্যতীত নারী হইতে সুখের আশা কেহ করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে একদিন বলিয়াছিলেন—

স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষুলোকেষু দৃশ্যতে।
বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্চপলা ভ্রাতৃভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

ত্রিলোকে দেখিতে পাওয়া যায় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আচরণ, চাপল্য এবং ভ্রাতৃভেদ করাই স্ত্রীগণের স্বভাব।

তুমি যাহা চাও, নারী তাহার বিপরীতাচরণ করিবেই। বেশী কথা কি—নারী দুঃখ দিয়াই গঠিত। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাদেবী যাঁহার পত্নী সেই রামচন্দ্রকে যখন আজীবন স্ত্রীর জন্য দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে তখন সেই রমণী হইতে মানুষ কি সুখী হইতে পারে?

রমণীর হৃদয় সদা কালকুটে পূর্ণ। দূর হইতে একজনকে দেখিলাম, দেখিয়া মনে করিলাম হয়ত এ ব্যক্তি নারী হইতে সুখী। নিকটস্থ হইয়া জানিলাম, এ রমণী হইতে দুঃখভোগ করিতেছে।

নারীই নরকদ্বার। নরকদ্বার বলি কেন, নারীই নরক। নারী যে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং জীবনান্তে অকল্প নরকে বাস করিবে। ছি ছি নারীতে সুখ নাই।

তবে কি পুত্র সুখের আধার? না না তাহা নহে। পুত্রও নানা অশান্তির কারণ। যদি পুত্র না হয় পুত্র হইল না এই অশান্তি, পুত্র মূর্খ হইলে অশান্তি, পুত্র সদ্গুণশালী হইলে পাছে মরিয়া যায় এই অশান্তি, যাইলে ত কথাই নাই। তাহা হইলে পুত্রেইবা সুখ কৈ?

এই-দেহ এই নবনীত সুকোমল রমণীয় বীরবপু ইহাতেইবা সুখ কৈ? যখন শরীর সুস্থ রহিল কিসে অসুখ না হয় এই দুঃখ, বিন্দুমাত্র শরীরের অসুস্থতায় জগতের কোন জিনিষ আর ভাল লাগে না। যে শরীর একটী কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে পারে না এবং ব্যাধির মন্দির এমন শরীরেও ত সুখ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৌবন—তাহা অচিরকালস্থায়ী। গিরিনদীর বেগের মত তর তর বেগে যৌবন অবাধ উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে। পলে পলে যে যৌবনকে কালরাহু গ্রাস করিতেছে, জরায় যে যৌবনের পরিণতি সে যৌবন সুখের কিসে? শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য দিশেহারা যুবক-মণ্ডলী যে পাতকের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করে, সেটা তাহাদের দোষ নয়, দোষ যৌবনের। তাহা হইলে যৌবনেই বা সুখ কৈ?

নলিনী দলগত জলমতি তরলং।
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অতি চঞ্চল প্রাণবায়ু কোন মুহূর্ত্তে মহাবায়ুতে মিশিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। জলবুদ্বুদের মত উঠিয়া পরক্ষণেই জলে অবশ্যই মিশিয়া যাওয়াই যাহার ধর্ম্ম, এমন নশ্বর জীবন সুখের কিসে? জীবনে সুখ কৈ?

তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক বস্তু লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই এ জগতে সুখ নাই, তবে সুখ বলিয়া যাহাকে আলিঙ্গন করিতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হই তাহা সুখের ছায়া মাত্র; সুখের আবরণে মূর্ত্তিমান দুঃখ ক্ষণিক আনন্দ প্রদান করিয়া শতগুণ জ্বালা প্রদান করে। যেমন ভোগের আবরণে আবৃত রোগ ক্ষণিক আনন্দ দিয়া পরক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া যন্ত্রণা প্রদান করে সেইরূপ, অর্থাৎ ভোগকর রোগ হইবেই, ভোগের পরিণতি রোগে। ভোগে যে ক্ষণিক আনন্দ পাই তাহা অজ্ঞানজনিত মোহ মাত্র। আমি তো সুখ পাইলাম না কাহাকেও সুখী বলিয়া মনে হইতেছে না। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত একদিন ৬০ দণ্ডকাল সুখ ভোগ করিয়াছেন এমন লোক সংসারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথাটা আশ্চর্য্য বটে কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আর আশ্চর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হইবে না। সুখ দুঃখ ভোগ করে মন, বাহিরে যাহাকে সুখী দেখিতেছ, হয় তিনি পূর্ব্ব দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছেন অথবা ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইয়া আছেন। তাহা হইলে তিনি সুখী কিসে? অহোরাত্র বলি কেন, এক দণ্ডকাল অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিবার শক্তি যাহার নাই, সে সুখী কিসে? কৈ সুখ? কোথায় সুখ? যখন সুখের প্রার্থী তখন সুখহীন সুখ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বস্মৃতির বিষম দংশন, সুখের অবসানে একদিন সুখী ছিলাম এই স্মৃতির পীড়ন। হায়! তথাপি আমি সুখ চাই। সেই ক্ষণিক সুখের চরণতলে আমার সমস্ত শক্তি বলিদান দিয়াও একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হইতে পারিলাম না। তবে কি বিশ্বনিয়ন্তার পুণ্য লীলানিকেতন কর্ম্মভূমিতে সুখ নাই? এও কি সম্ভব হইতে পারে? যাঁহার করুণায় শ্যামা বসুন্ধরা পত্র-পুষ্প ফলে সুসজ্জিতা, যাঁহার করুণায় সরোবরে সুহাসিনী সরোজিনী নয়নানন্দ দান করে, যাঁহার করুণায় দিনকর প্রতি প্রভাতে পূর্ব্ব গগন আলোকিত করিয়া সমুদিত হন, যাঁহার করুণায় সুধাকর সুধামাখা করে জীবগণকে সঞ্জীবিত করেন, যাঁহার করুণায় শিশুর জন্য মাতৃবক্ষে পুণ্য অমৃতধারা, সেই পরম কারুণিকের করুণার কথা কত বলিব! যে দিকে দেখি সেই দিকেই তাঁহার অনন্ত করুণার জলন্ত ছবি অঙ্কিত আছে দেখিতে পাই। তিনি যখন এমন করুণাময়, তখন তাঁহার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীব মানবের প্রতি এত নিষ্করুণ কেন? মানব সুখে বঞ্চিত কেন? সে দোষ ত তাঁহার নয়, সে দোষ আমার। মোহমুগ্ধ আমি যে ক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত, সে প্রকৃত সুখ নয়—প্রেমময়ের পূর্ণ সুখের ছায়ামাত্র, তাহার পার্শ্বে দুঃখ সর্ব্বদা বিরাজিত, কিন্তু মোহবশে আমি সেই সুখই চাই; একটা স্থায়ী পূর্ণ সুখ আছে তাহা জানিবার চেষ্টা করি না। সেই ক্ষণিক সুখের মোহে আত্মহারা হইয়া বিদ্যা, ধন, মান, জ্ঞান, প্রতিভা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ, যৌবন, শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতির গর্ব্বে ত্রিলোকের লোকসমূহকে তৃণ জ্ঞান করি। এ বিশ্বের একজন রচয়িতা আছেন এ কথা মুহূর্ত্তের জন্য মনে উদয় হয় না। চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন রোগ হইলে, যুক্তকরে হে ভগবান্! রক্ষা কর, নিরাময় কর ইত্যাদি কাতর প্রার্থনা করি; রোগমুক্তির পরক্ষণেই সেই কাতরভাব ভোগসাগরে ডুবাইয়া দিয়া যে আমি সেই আমি। আমি ভগবান্কে ডাকি যখন ভোগের ব্যাঘাত হয়। এই সুখস্বপ্ন যাহাতে না ভাঙ্গে এই প্রার্থনা করিতে করিতে নেত্রনীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করি। তোমার পূর্ণ সুখের অধিকারী কর বলিয়া ভুলিয়াও ত একদিন কাঁদি নাই। সে দোষ ত আমারই, হায় হায় আমি এতদিন কোথায় সুখের সন্ধানে ঘুরিতেছিলাম?

অগ্নির সেবকই অগ্নির উত্তাপ পায়, কল্পবৃক্ষের তলবাসীই কল্পফল লাভ করে। অগ্নি বা কল্পবৃক্ষের নিকটস্থ না হইলে ফলপ্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র।

শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সেই কল্পবৃক্ষতলে যাইবার তিনটী পথ। প্রথমে কর্ম্ম করিতে হয়, বিনা কর্ম্মে জ্ঞান ও ভক্তি আসিতে পারে না। কর্ম্ম সকলেই করে। যেমন পূজক মৃণ্ময়ী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পর পূজা করেন, তদ্রূপ কর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলে আর কর্ম্মের জন্য বন্ধন আসে না। কর্ম্মের দ্বারা জগন্ময়ের পূজা হয় জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলে বৈদিক, লৌকিক উভয়বিধ কর্ম্মেই মুখ্য ও গৌণভাবে তাঁহারই পূজা করা হইবে।

জপ, তপ, হোমাদির দ্বারা আমি মুখ্যভাবে এবং লৌকিক কর্ম্মের দ্বারা গৌণভাবে নিত্যই তাঁহার পূজা করিতেছি, কিন্তু কর্ম্মের প্রাণ প্রাতিষ্ঠা না করায় সেই কর্ম্মই আমাকে দুঃখ দিতেছে। হায় দুঃখ ভোগ করিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি তাহা না হইলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥

এ কথা কেন আমি বিস্মৃত হইয়া যাই। হায় আমি! কবে···যাহা করিব, যাহা ভোজন করিব, যাহা হোম করিব, যাহা তপস্যা করিব সব তোমায় অর্পণ করিতে পারিব, একটীবারও ভুলিব না; তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন থাকিবে না দিবানিশি তোমায় লইয়া থাকিতে পারিব। ওহো! এতদিনে সুখের সন্ধান পাইয়াছি। দিবানিশি শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকিতে পারিলেই সুখ অবিচ্ছিন্নভাবে চিরদিন থাকিবে। আমি যে থাকিতে পারি না, আমি যে মাঝে মাঝে সব ভুলিয়া যাই! হে দয়াল গুরো! দাও আমাকে তোমায় লইয়া থাকিবার শক্তি দাও! প্রতি কর্ম্ম তোমায় দান করিবার শক্তি দাও, আমায় তোমার করিয়া লও, আমায় তোমার করিয়া লও, আমায় তোমার করিয়া লও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার তোমায় চাই

আচ্ছা সংসার লইয়া আমিতো বেশ ভুলিয়া আছি। দুঃখটাকে সুখ মনে করিয়া সুখের মাঝে হাবুডুবু খাইতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে কি যেন কি একটা কিসের অস্পষ্ট অভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, যেন কোন অতীত যুগের কি একটা কথা মনে পড়ে, প্রাণ যেন আরও কিছু চায়। তখন বসন্তের মলয় সমীরণ প্রাণে শান্তি আনিতে পারে না। বিহগের কাকলী, পিকের কুহুরব, মধুকরের ঝঙ্কার তাহাতেও কি যেন একটা অভাব দেখিতে পাই। ভ্রাতা ও মাতার স্নেহ, পত্নীর ভালবাসা তখন যেন ভাল লাগে না। প্রাণ যেন আর কারে চায়, যেন কার সুধাসিক্ত-স্বরলহরী শুনিবার জন্য কর্ণযুগল উৎকর্ণ হয়, নয়ন রূপামৃত পান করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, বাক্য তাঁহার গুণগান করিতে ইচ্ছুক হয়, করযুগল তাঁহার চরণ সেবা করিতে চায়, প্রাণে যেন তখন একটা পূর্ণানন্দের আভাস পাই। আচ্ছা তাহা হইলে কি আমি এতদিন অপূর্ণের সেবা করিলাম? সাংসারিক সুখ যে অপূর্ণতায় গঠিত। জীবনে বড় বিষম ভুল করিয়াছি। সংসার যদি ক্ষণভঙ্গুর, সংসার যদি চিরদিন থাকিবে না—পিতা, মাতা, ধন, জন সব যদি কালের দুর্ণিবার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, তবে-কেন আপন ভাবিয়া ইহাদের ভালবাসা এতকাল হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অতি সংগোপনে রাখিয়াছিলাম। বিষম বিষয়-বিষধরকে সুধার আধার সুধাকর মনে করিয়া তবে'ত ভীষণ মারাত্মক ভুল করিয়াছি! ওঃ তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের সুখেও যেন জ্বালা অনুভব করিতাম, আমার ভোগ্য অপরে পাছে কাড়িয়া লয় এই চিন্তায় ব্যাকুল হইতাম। অপূর্ণের কাছে পূর্ণ-সুখের প্রার্থনা করিয়া উন্মত্তের কাজ করিয়াছি। হে পূর্ণ প্রেমময়! তোমার শশাঙ্কশুভ্র, পূত, প্রেম-মন্দাকিনী ধারায় আমায় অভিষিঞ্চিত কর। হে নাথ! আমি ত্রিতাপের তাপে অতি তাপিত। করুণাময়! আমি তোমার একমাত্র কৃপাপাত্র, আমার তাপ শান্তি করিয়া দাও।

আবার ধীরে ধীরে কেন মোহ আসে, কি কুহকে সব ভুলিয়া যাই? পিতামাতার স্নেহের কথা মনে পড়ে, পত্নীর ভালবাসা ও সাংসারিক সুখের স্পৃহা কেমন উন্মাদ করিয়া ফেলে, আমি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি, আমি সব ভুলিয়া যাই।

আবার হৃদয়ে কে ভাসিয়া আসে, কাহার নূপুরনিক্কণ শুনিবার জন্য শ্রুতি ব্যাকুলা—কাহার চরণযুগল নয়ন আসারে সিক্ত করিবার একান্ত ইচ্ছা হয়? আপনি— না না তুমি, তোমায় আপনি বলিতে পারিব না; সখা আপনি যেন বড় দূর বলিয়া মনে হয়। এস—এস প্রিয়! এস প্রিয়তম! এস আমার হৃদয়-বৃন্দাবন কালোরূপে আলো করিয়া, আমার তুমি, আমার কাছে এস। তোমার যে বংশীরবে ব্রজাঙ্গনাগণ পতিপুত্র পরিজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া গভীর রাত্রিতে গহন কাননে একাকিনী আসিত, যে বংশীরবে উত্তাল-তরঙ্গময়ী যমুনা স্থির হইয়া যাইত, যে বংশীরবে ব্রজবাসী ব্যাকুলা হইত, যে বংশীর রব শুনিয়া মুখের কবল মুখে লইয়া গাভী ও বৎসগণ চিত্রিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিত একবার সেই বংশীধ্বনি কর। বহুদিন শুনি নাই, বহুদিন কাছ ছাড়া; প্রাণনাথ! আবার শুনাও, আবার শুনাও, আমি উন্মত্ত হইয়া যাই, আমি বাঁশীর গান শুনিতে শুনিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যাই। এই গ্রহণ কর তোমার পিতামাতা, সুখশান্তি, ধন যা' দিয়াছ সব লও, আমি আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার চরণযুগল কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। দুষ্ট! এত কপটতা তোমার? সংসার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া বার বার তুমি পালাইবে? এবার তাহা হইবে না। কালবরণ! এবার তাহা হইবে না, এবার আমি তোমায় চাই।

প্রেম পত্র

হৃদয়েশ্বর!

অদ্য শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিলাম তোমার নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া তোমার কার্য্য করিয়া যাইতে পারিলে আর কোন ভাবনা চিন্তা করিতে হয় না। দাসত্ব স্বীকার ত বহুদিন করিয়াছি তথাপি রাশি রাশি ভাবনা কেন আমার ঘাড়ে ফেলিয়া দাও? তুমি আমার, আমি তোমার এ কথা আমি বেশ জানি। মাঝে মাঝে এ কথা ভুলাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হয়? তুমি বড় নিষ্ঠুর! তোমার একটু দয়ামায়া নাই। কতদিন হইতে বলিতেছি একবার দেখা দাও সে কথার কোন উত্তরই দাও না! কেন দাও না? তুমি ভাল আমি মন্দ, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাটা ভাল হয় নাই, তাই তোমার এত অহঙ্কার? আমিও চেষ্টা করিলে তোমার মতন (অর্থাৎ তুমিই) হইতে পারি তা জান? দ্বিধা করিও না, একবিন্দু প্রেমবারি পাইলে যে কৃতার্থ হয়, যাহার জীবনের সব পিপাসা মিটিয়া যায়, কৃপাসিন্ধো! বিন্দুদানে এত কৃপণতা কেন? আমার সঙ্গে প্রেম করিতে ইচ্ছা হইতেছে না? উত্তম আমি তোমার নিকট আর প্রেম ভিক্ষা করিব না।

দেখ তোমার সংসারে কত দাসদাসী আছে। আমায় তোমার দাস বলিয়া স্বীকার করিবে ত? তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না, আমি একটু শান্তি পাইব। আমাকে দাসানুদাস করিতে আপত্তি কি?

আমায় যাহা আদেশ করিবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহা নিষ্পন্ন করিব, যে পথে লইয়া যাইবে সেই পথে চলিব, যে কথা বলাইবে তাহাই বলিব, যেমন রাখিবে সেইরূপ থাকিব; তোমার সংসারে কার্য্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলাম। তোমার দেওয়া যত শক্তি আছে সবই তোমার কার্য্যে ব্যয় করিব। আমার সঞ্চয়ের প্রয়াস নাই। তবে দোহাই তোমার মোহ, অহঙ্কার প্রভৃতিকে একটু বুঝাইয়া বলিও তাহারা ত তোমারই লোক। তোমার কথা অবশ্যই শুনিবে। মধ্যে মধ্যে উহারা আমায় বড় উত্ত্যক্ত করে। তাদের জ্বালায় মাঝে মাঝে আমায় বড় অস্থির হইতে হয়; সে সব তোমায় অধিক কি বলিব সবই জ্ঞাত আছ। আজ হইতে আমি তোমার দাস। তোমায় আর প্রাণেশ্বর—হৃদয়েশ্বর বলিয়া জ্বালাতন করিব না, প্রভু প্রভু বলিব, কেমন?

দেখ আমায় বেতনাদি কিছুই দিতে হইবে না। তোমার অধর কোণে একটু হাসি দেখিলেই আমি কৃতার্থ হইব। এতে আর কষ্ট কি, একটু হাঁসির প্রার্থী তা' পারিবে না? একটু হাসিতেও যদি কষ্ট হয় তাহারও প্রয়োজন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটা বিশেষ কথা আছে। কিছুদিন তোমার দাসত্ব করিবার পর তুমি কর্ত্তা সাজাইয়া হিসাব নিকাশের সঙ্কটে ফেলিয়া অস্থির কর, ইহাই তোমার চিরন্তন অভ্যাস। সেইজন্য আমার সকাতর নিবেদন আমি চিরদিন যেন তোমার দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারি, কখনই যেন আমার কর্ত্তৃত্ব না আইসে।

তোমার পাদপদ্মের পূত পরাগে এ অপবিত্র, দেহ পবিত্র করিয়া দাস হইবার যোগ্যতা দাও।

দিগ্‌সুই, ১৭ই মাঘ, ১৩২৩সাল।
রাত্রি ১১টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ

জগতে প্রার্থনা করিলে অনেক জিনিষ পাওয়া যায় না, হৃদয়ভরা ব্যাকুলতা লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও লোক সে ব্যাকুলতা উপেক্ষার হাসিতে উড়াইয়া দেয়; একবার দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পায় না; ইহাই জাগতিক রীতি। যাহা চাই তাহা দূরে যায় তথাপি প্রার্থনা করাই আমাদের স্বভাব।

চাতক মেঘের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে, কবে নব নীরদ, নীল গগনাঙ্গন নিজ রূপজ্যোতিতে আলোকিত করিয়া বারিবিন্দু বর্ষণে ধরাতলকে সুশীতল করিবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পিপাসার শান্তি হইবে কতদিন ফটীকজল ফটীকজল এই কাতর প্রার্থনায় নীলাম্বরে জলধর আসিল বটে কিন্তু তাহার পিপাসার শান্তি হইতে না হইতে সে প্রাণত্যাগ করিল, কৈ চাতক তাহা তো চাহে নাই।

পুত্রকে শিক্ষিত করিবার জন্য পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন, আশা—পুত্র শিক্ষিত হইলে বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে আর কষ্টভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু পুত্র হয়ত বিদ্যার পরিবর্ত্তে কুসঙ্গ লাভ করিয়া অধঃপতনের শেষ সোপানে অবতরণ করিল, কালে পিতাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। অথবা পুত্র শিক্ষিত হইয়াও ঔদাস্য বা কার্য্যের ব্যস্ততায় পিতার সংবাদ লইবার অবকাশ পাইল না, আপনার কর্ম্মস্থলে পত্নীপুত্র লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল; আর উত্থানশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতা প্রতিবেশীগণের অনুগ্রহে দুর্ব্বহ জীবনভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহনে ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসে দাবানলের সৃষ্টি করত উৎকণ্ঠিত চিত্তে জীবন নাটকের শেষ অভিনয় দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কৈ ইহাতো সে চাহে নাই ?

কৃপণ কালে ধনবান হইবার আশায় নানাবিধ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অতিথি দেবদ্বিজগণকে বঞ্চনা—এমন কি আপনাকে বঞ্চনা করিয়া নিজবক্ষ-রক্তের মত সযতনে সঙ্গোপনে ধনরাশি স্তূপীকৃত করিল, একদিন ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার নিশায় দস্যুগণ সঞ্চিত বিত্তের সহিত তাহার জীবন অপহরণ করিয়া লইল ; প্রাতে ভয়বিহ্বল প্রতিবেশীমণ্ডলী দেখিল ছিন্নকণ্ঠে রক্তাক্ত কলেবরে ধনকুবের ধরাতলে পড়িয়া আছে, আর তাহার লৌহসিন্ধুক তাহারই মত ক্ষতবিক্ষত দেহে শূন্যপ্রাণে কল্যকার ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে। কৈ কৃপণ তো ইহা চাহে নাই ?

সুখ চাহিলেও পাওয়া যায় না, তাহার জন্য প্রাণপাত করি। কিন্তু দুঃখ না চাহিতে আইসে ; তাহার জন্য কোন উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয় না, তাহার আবাহন করিতে হয় না সে আপনি আইসে। এস দুঃখ ! তোমার জন্য প্রস্তুত আছি, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি এ কথা বলিয়া তাহাকে স্ফিতবক্ষে কেন আলিঙ্গন করিতে পারি না ? কারণ দুঃখটা অতি কষ্টের, অতি অশান্তির প্রকট মূর্ত্তি, সেইজন্য তাহার স্মরণেও শিহরিয়া উঠি। তাহার স্পর্শে শান্তিময় সংসার অশান্তির ভৈরব হুঙ্কারে বিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, নিষ্কলঙ্ক প্রাণ কালিমা-কলুষিত হইয়া যায় সবল সুস্থ দেহ, দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে, পিককুলকূজিত নিকুঞ্জ পেচকের কর্কশ রবে পরিপূরিত হয়, সাধে বিষাদ, হাস্যে ক্রন্দন, শান্তিতে অশান্তি আনে বলিয়াই দুঃখের নামে বিশ্ববাসী চমকিত হইয়া উঠে। সত্যই ত শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তি পূততোয়া জাহ্নবীর পুণ্য বারিরাশির প্রার্থনা করিবে না তো কি করিবে ? কৃষক উর্ব্বর ভূমিখণ্ড প্রার্থনা না করিয়া কি উত্তপ্ত বালুকাময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরুভূমির জন্য ছুটিবে? ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা না করিয়া কি নীরবে বসিয়া থাকিতে পারে? দরিদ্র অর্থ চেষ্টা না করিয়া কি করিবে? সুখ-স্পৃহা স্বাভাবিক, সকলেই সুখ চায়। কিসে সুখী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু সকলে তাহা লাভ করিতে না পারিলেও তাহাই চাহিয়া থাকে। সুখের জন্য সকলেই লালায়িত। ঈশ্বরের পূজা ক'রে তাহার বিনিময়ে রূপ, যশঃ,ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় স্বর্গবাস ইত্যাদি কামনা করে; দুঃখের ভয়ে সতত শঙ্কিত। কিন্তু মন! আমি তোমায় বলি, যতদিন না তোমার সুখ দুঃখ সমান হয় ততদিন এ ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রার্থনা না করিয়া দুঃখ প্রার্থনা কর, কারণ দুঃখ হইতেই চিরস্থায়ী সুখের উৎপত্তি হইতে পারে এবং দুঃখটাকে একটু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া লইতে পারিলে স্থায়ী সুখের ভিত্তি স্থাপনা করা যায়।

সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া মরণের উপকুলে বসিয়া আছি। আয়ুঃ পলে পলে কালসাগরে মিশিতেছে, কখন কোন মুহূর্ত্তে মহাকালের প্রলয় বিষাণ বাজিয়া উঠিবে তখন সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শান্ত শিশুটীর মত মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতে হইবে, আশার আবাসে ধূ ধূ করিয়া কালানল জলিয়া উঠিবে, সংসার, স্বজন, ধন, মান, জ্ঞান, গর্ব্ব সব পড়িয়া থাকিবে; সঙ্গী শুধু কর্ম্মফল, সেই কর্ম্মফলকে সঙ্গে লইয়া অজানা অচেনা পথে যাইতে হইবে।

মন, সেইজন্যই তোমায় বলি এ অত্যল্প অবসরে যদি প্রার্থনা করিতে হয় তাহা হইলে দুঃখ প্রার্থনা কর। করজোড় করিয়া বল গুরো! দাও আমাকে দুঃখ দাও, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে যেন আমি সতত নিষ্পেষিত হই, তাহা হইলে তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারিব। দাও আমাকে কঠিন কঠিন রোগ দাও, যে রোগ চিকিৎসকে আরোগ্য করিতে পারিবে না, যে রোগের ঔষধ নাই এমন কঠিন রোগ দাও তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারিব; তুমি যে আমায় অত্যন্ত ভালবাস তাহা বুঝিতে পারিব।

দাও! প্রাণে দুরপণেয় দুঃখ দাও, যে দুঃখের বাতাসে সংসার মরুময় হইয়া যায়, সংসারটাকে দুঃখের আগার বলিয়া বোধ করিতে পারি; তাহা হইলে তোমাকে ডাকিবার সুবিধা পাইব, তাহা হইলে তোমার পাদ পদ্মের পুণ্য পরাগে পূত হইতে পারিব।

পাণ্ডিত্যের অর্থ যদি কূট বিচার, তর্ক, নাস্তিকতা, দাম্ভিকতা হয় তাহা হইলে আমাকে অপাণ্ডিত্যের অন্ধতম কূপে ডুবাইয়া রাখ, আমি যেন চিরমূর্খ থাকি, পাশ, অর্থ, যশলোভী পণ্ডিত না হইয়া অন্ধভাবে তোমার পবিত্র পাদপদ্মের অনুসরণ করিতে পারি।

হে নাথ! দুঃখটা আমাদের সহজপ্রাপ্য হইলেও আমি প্রার্থনা করিতেছি তোমার দুঃখের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যত প্রকার দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছ সকল দুঃখগুলিই আমাকে দাও, সব দুঃখগুলিই যুগপৎ আমাকে ঘেরিয়া তাণ্ডবনৃত্যে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করুক, তাহাদের ভীষণ প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অজস্র শোণিতধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাক্; আর আমি যেন তোমার চরণ দু'খানি বক্ষে ধারণ করিয়া বলিতে পারি

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্ব
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

মাঘ ১৩২৪, চুঁচুঁড়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের প্রার্থনা

সে বহুদিনের কথা, সে কথা এখন স্মরণ হয় না, যখন সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতে, কুসুমচন্দনে তোমার সুকোমল চরণ দুখানি পূজা করিয়া চরণ দুইখানি দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম, আমার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইতাম না, আমার স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত থাকিত না, তোমার অনন্ত জ্যোতিরাশিতে এ ক্ষীণ জ্যোতি মিশি মিশি করিয়া মিশিতে পারিত না, তখন "আমি তোমারই, তুমি আমারই" এ বিশ্বাস স্থির ছিল, তখন জানিতাম তুমি আমায় চরণছাড়া করিবে না; সে কি শান্তির অনন্ত প্রস্রবণ! সে কি তৃপ্তির কুসুম সৌরভ! সে কি আনন্দের মলয় মারুত! সে আনন্দ ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই, সে যে কি তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই।

হে ঐন্দ্রজালিক! তোমার মোহন স্পর্শে যেন কি কুহেলিকায়, যেন কি স্বপ্নঘোরে, যেন কি হৃদয়-উন্মাদকারী সঙ্গীতে, কি এক বিস্মৃতিসাগরে বসতি করিয়াছি। আমি যেন আর সে বিস্মৃতযুগের আমি নই। আমার দেহ, আমার গেহ, পিতামাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী-পুত্র, বিদ্যা-বিভবরূপ 'আমার সাগরে' ডুবিয়া আছি। কখনও দুঃখের অন্ধতম কূপে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি রবে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতেছি, কখন বা সুখের অত্যুচ্চ শিখরে উঠিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছি।

তুমি যে আছ সে কথা ভুলাইয়া দিয়াছ। এখন প্রাণ চায় নীরোগ সুন্দর দেহ, অতুল বিভব, অফুরন্ত যৌবন, অনন্ত বিদ্যা, দিগন্তপ্রসারি যশঃ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার মধ্যে দুঃখহীন অসীম সুখ, অশান্তিহীন বিপুল শান্তি—আরও কত আশা এ মানস সরোবরে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত উঠিতেছে ডুবিতেছে।

তুমি আছ একথা স্মরণের অবকাশ পর্য্যন্ত নাই। শুধু ভোগ, ভোগের জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছি। শ্রীগুরুদেব বলেন তুমি আছ, অতিদূরে স্বপ্নের মত সে কথা; ভোগের পরিণাম যখন রোগ আসে, চিকিৎসক যখন রোগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ম্লানমুখে বলেন আমি অক্ষম, এ ব্যাধি অসাধ্য, সেই সময় তোমার কথা মনে পড়ে, সেই সময় মধুসূদন রক্ষা কর বলিয়া স্মরণাপন্ন হই! আরোগ্যের সহিত ভোগবাসনা দিয়া রোগের সহিত তুমি চলিয়া যাও; এ কি নিষ্করুণ অনুগ্রহ! আমিত্বের পদে আত্মবলি দিয়া ভোগকূপের মণ্ডুক হইয়া লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্র হই। অভ্যন্তরে রাশি রাশি আবর্জ্জনা বাহিরে ধার্ম্মিকতার আবরণে জগতের লোককে প্রবঞ্চিত করি। যদি কেহ স্বরূপ বুঝিয়া ভণ্ড বলে তখনি ক্রোধে দিশেহারা হই, যদি কখন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তোমার নামে চক্ষু সজল হয় তখনি আমি একজন ভক্ত বলিয়া অভিমান আসে। তোমার নামে একটু তৃপ্তি পাই, একটু শান্তি পাই, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হই।

এ কি করিয়াছ? এখনও কি খেলার সাধ মিটে নাই? তোমার সাধ অপূর্ণ রাখিও না, আরও যদি কিছু থাকে সে সাধ মিটাইয়া লও।

রঙ্গময়! এ রঙ্গমঞ্চে কতদিন এভাবে অভিনয় করাইবে? অভিনয়ে আপত্তি নাই, তবে উন্মত্ত করিও না।

তোমার বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদযুগলে প্রার্থনা এ ঘুমের ঘোর করুণা সলিলে ধৌত করিয়া দাও। সব লও! প্রাণ লও, মন লও, পাপ লও, পুণ্য লও, যা দিয়াছ সব লও! দেহ, গেহ, বিত্ত, বুদ্ধি সব লও, এ অশান্ত চিত্ত লও, আমার বলিতে 'যা' আছে, যা দিয়াছ সব লও; মালিন্য লও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপট্য লও, সরলতা লও ; তোমার বিমোহন সঙ্গীতে এ হৃদয়তন্ত্রী নূতন সুরে বাজিয়া উঠুক !

শুনিয়াছি তোমার বাঁশরীর সুমধুর সুরে ইন্দিবরনিন্দি শ্যামা যমুনা উজান বহিত ; এ চিত্তস্রোতকে সে বংশীরবে উজান বহাও !

নাথ ! তোমার সুকোমল চরণস্পর্শে পাষাণ সজীব হইয়াছিল। সেই পাদপদ্ম তুইখানি স্পর্শে বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে আবৃত আমাকে সজীব করিয়া লও !

দীননাথ ! তাপস তপস্যাবলে, যোগী যোগবলে, সাধক সাধনাবলে, ভক্ত ভক্তিরূপ মহাবলে তোমাকে লাভ করিবার আশা করে ; কিন্তু আমার যে কিছু নাই ! আমি যে দীন হইতেও দীন ! আমার যে কোন বল নাই। দীনতা—তাহাও ক্ষণিক ; আছে কাপট্য, আছে আত্মাভিমান, আছে প্রাণে তুরপনেয় জ্বালা ! হে ঐন্দ্রজালিক ! এ ভিন্ন আমায় ত কিছু দাও নাই ! এ ভরসায় আমি যে স্থির থাকিতে পারিতেছি না ! তবে তুমি জগন্ময়, আমি ত জগৎ ছাড়া নহি ! প্রাণেশ্বর, শুধু এইটুকু ভরসা, তোমার :দেওয়া কাপট্য ও আত্মাভিমান উপচার তুমি লও, এই উপচারেই তোমার পূজা হউক। তুমি আমার হৃদয়ছাড়া হইও না। প্রাণেশ্বর ! যখন যে অবস্থায় রাখিবে যেন তোমার চরণযুগল স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি।

হৃদয়সর্ব্বস্ব ! তুমি আমায় শক্তিহীন করিয়াছ, তোমায় আপন করিবার শক্তি তো আমায় দাও নাই ! তুমি আমায় আপন করিয়া লও। শরণাগতবৎসল ! তোমার আসনে তুমি স্বয়ং আসিয়া উপবেশন কর। তোমার করুণায় এ উত্তপ্ত মরীচিকায় প্রেম-প্রবাহিনী প্রবাহিত হইয়া তোমার চরণযুগল ধৌত করুক, তোমার শক্তিতে এ ক্ষুভিত তাপিত তৃষিত হৃদয়ের অন্তঃস্থলে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢালো আলো! ঢালো আলো! সে পুণ্য আলোকে আমার গন্তব্য পথ আলোকিত হউক। জ্যোতির্ম্ময়! আমি যেন জ্যোতির সমুদ্রে ডুবিয়া যাই! যে দিকে দৃষ্টিপাত করিব সেই দিকেই যেন তোমার চরণ যুগলের অনন্ত জ্যোতি দেখিতে পাই। আর কাননে কান্তারে বিলাসে ব্যসনে, শোকে হর্ষে, সুখে দুঃখে, যেন স্মরণ থাকে :—

আমি তোমারই আমি তোমারই
আমি তোমারই—
তুমি আমারই তুমি আমারই
তুমি আমারই।

মাঘ ১৩২৪।
চুঁচুঁড়া, চতুষ্পাঠী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুদারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি-মন্ত্র

হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে

শ্রীকলিসন্তরণোপণিষৎ।

শ্রীমহাদেব

অহং ভবন্নামগৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যা মনিশং ভবান্যা
মুমূর্ষমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং
দিশামি মন্ত্রং তব রাম রাম।

শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ।

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নাম কীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যাতি তমনন্তং নমাম্যহং॥

শ্রীস্কন্দপুরাণ।

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরং মন্ত্রঃ।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ॥

শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্র।

রাম রামেতি রামেতি যে বদন্ত্যতি পাপিনঃ।
পাপকোটি সহস্রেভ্যস্তানুদ্ধরতি নান্যথা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় গুরু

শ্রীগুরু ওঁ শ্রীগুরু

তৎ সৎ

শ্রীভগবানুবাচ

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু
র্যোমাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি
জীবন জপত্যনুদিনং মরণে ঋণীব
পাষাণ কাষ্ঠসদৃশায় দদাম্যভীষ্টং ॥

তবে আর ভয় কি ভাই! হই না কেন পাষাণ কাষ্ঠের মত কঠিন-হৃদয়, দিবানিশি তাঁহার নাম করিলে তিনি ঋণীর ন্যায় অভীষ্ট দান করিবেন। কি আনন্দ সংবাদ বল্‌রে আমার জীব—বলরে হৃদয় ভেদ করিয়া অবিরাম বলরে—নাম বলরে।

হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মহারা

ভগবন্! তোমার সাধের রাজ্য পুণ্যা আর্য্যভূমির দুর্দ্দশা দেখো—কি ছিল—কি হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিষয় উন্মাদের হাট বসিয়া গিয়াছে। যে ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান আলোকে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইত, যে ভারতের তপস্যায় দেববৃন্দ কম্পিত হইতেন, যে ভারতে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে সংসারের পাপতাপ জ্বালাযন্ত্রণা সব দূর হইয়া যাইত, যে ভারতনারীর পতিভক্তি বলে মৃত স্বামী মরণের পরপার হইতে ফিরিয়া আসিত, যে ভারতের আত্মত্যাগে বিশ্বসংসার শিহরিয়া উঠিত, সেই ভারতের আজ দুর্দ্দশা দেখ! উন্মত্তের মহামেলা, পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্য! জেগে উঠ গুরো!

যে ব্রাহ্মণ জাতি ঐহিক সুখকে পদদলিত করিয়া সমস্ত ভোগ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে বাস করত তোমারই নাম গানে তপোবন মুখরিত করিয়াছেন, আজ সেই ব্রাহ্মণ জাতির দুরবস্থা দেখ। তাঁরা ঐহিকের দাস, নারীর দাস, অর্থের দাস হইয়াছে, পরলোক বলিয়া একটা কিছু আছে তাহা তাহাদের বুঝিবার বা বিশ্বাস করিবার শক্তি নাই। অধিকাংশ সন্ধ্যাগায়ত্রী বর্জ্জিত। যাঁহারা করেন তাঁহারা আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া আছেন অথবা "চুপ চুপ পথ বলিও না" ঘোষণা করিতেছেন। ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয়, গেরুয়া লইতে হয়, এ বিশ্বাস তাঁহারা পোষণ করেন। কিন্তু এটা সে যুগ নয়, ত্যাগের নাম শুনিলে এ যুগের লোক আকুল হইয়া উঠে, এ যুগে জিনিষ আরও ছোট করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। গীতা বুঝিবার শক্তি নাই, গীতা গীতা করিয়া লাফাইবার শক্তি বাড়িয়াছে, সেই জন্য যুগ অনুসারে আরও ছোট জিনিষের প্রয়োজন। যাহার দ্বারা লোকে সহজে কাজ পায়, যাহাতে কামিনী কাঞ্চনলুব্ধ সংসারী জীবগণ ঈশ্বর পরায়ণ হয়, ঈশ্বর দর্শনলাভ করে; জ্ঞানময়! সে আলোর বিকাশ করিয়া দাও!

আজকাল যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

"তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সাবিদ্যা যাচ মুক্তয়ে" একথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা যশঃ, জঠরপাশ, অর্থ লইয়া নাস্তিক হইয়াছেন এবং শিষ্যমণ্ডলীকে যশঃ জঠরপাশ মন্ত্র দিয়া দেশে ধর্ম্মের ব্যভিচার উপস্থিত করিয়াছেন। পোড়া ব্যবসাদারী রক্ষার জন্য অর্থের জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অবিদ্যার উপাসনা করিতেছেন। আপনার কথা রক্ষার জন্য মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিয়া ভাবেন আমি বেশ আছি; ইহাতেই আনন্দ।

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, রাশি রাশি শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন; আপনাদের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া গৃহীকে সরল পথরূপ সুধা দান করুন, নিজের দুঃখ নিবৃত্তি হইয়াছে দেখান, হাতে ধরিয়া শিখাইয়া গৃহাসক্ত তাপিত জীবগণ-কে-শান্তির পথে লইয়া চলুন তাহাদের আপনার করিয়া লউন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাঠ সার্থক হইবে নচেৎ গাধার ভার বহনের মত বৃথা শাস্ত্র পাঠ ধর্ম্মের ব্যভিচার। বিদ্যার উপাসনা করিতে যাইয়া অবিদ্যার চরণে আত্মবিক্রয় করত সমাজ ও সংসার নষ্ট করিবেন না। ধর্ম্মের নামে এত অত্যাচার আর কতদিন সহ্য করিবে ত্রিশূলী! জাগো ত্রিলোচন।

তাহার পর গুরু। তাঁহারাও যশঃ, জঠর লইয়া ব্যস্ত; শিষ্যকে মন্ত্র দিতে হয়, বার্ষিক আদায় করিতে হয়, ইহাই জানেন; শিষ্যের কি হইল, শিষ্য কাজ করিতেছে কিনা সে সংবাদ লইবার অবকাশ পান না। বৎসরান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদধূলি দিয়া কৃষ্ণহে বলিয়া দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া গুরুগিরি অভিনয়ের চূড়ান্ত করিতেছেন। ইহারাই গুরু ইহারাই

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং"

সেই পদ দেখাইবার মালিক। ত্রিলোচন জাগো, আবার বলি জাগো। এই বিনা পুঁজীর ব্যবসাদার গুরুগণের দ্বারায় বিভ্রষ্ট ভারতের জন্য আবার জাগো গুরু! ঠাকুর মানে পাথর মাটী নয়, ঈশ্বর আকাশকুসুম নহেন, মানুষ ঠাকুরকে দেখিতে পায়, আবার জগতে প্রচার কর—সর্ব্ব শক্তির বিকাশ করিয়া দাও!

ওদিকে ত্যাগীগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করত নিজেদের পদে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

এক ভিক্ষু র্যথোক্তস্তু দ্বৌ ভিক্ষু মিথুনং স্মৃতং।
ত্রয়ঃ গ্রামঃ সমাখ্যাতঃ উর্দ্ধস্তু নগরায়তে॥
নগরং হি ন কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্রয় প্রকুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্ছ্যবতে যতিঃ॥

এক ভিক্ষু যথোক্ত, দুইটী ভিক্ষু মিথুন, তিনটীর নাম গ্রাম, তার ঊর্দ্ধ নগর, নগর গ্রাম মিথুন করা উচিত নয়—ইহা করিলে যতি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন। যতীগণের একাকী থাকাই উচিৎ।

নগর ত পদে আছে, মহানগরের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশের উপকার যতটুকু হইতেছে অনুপকার তাহা হইতে শতগুণ অধিক হইতেছে; সব ত্যাগ করিয়া আসিয়া লোক বাসনার চরণতলে জীবনটাকে বলি দিয়া এমন জনমটাকে ব্যর্থ করিতে বসিয়াছেন। তাহার পর দুর্ব্বল মস্তিষ্কে বেদান্তের রজ্জুভ্রম তত্ত্ব দিতে গিয়া নিজেদের মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিকৃত করিতেছেন। দেব দ্বিজে ভক্তিহীন কতকগুলি নাস্তিকের সৃষ্টি হইতেছে। ঘাটে মাঠে হাটে আত্মা পরমাত্মার কথা, কালী কৃষ্ণ শিব রাম এ সুধামাখা নাম আর শুনিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাই না, সবাই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্ম খেলার জিনিষ কিনা? ঘরে ঘরে ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্ম যে যতীর সাধনার ধন। কামিনীকাঞ্চন লুব্ধ বিষয়ের কীট তাহাদের মুখে ব্রহ্মবিচার শুনিলে হাসি পায়—ধন্য কলিযুগ—

"কলৌ ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি কেচন"।

দেখুন আপনি ত্যাগী—উত্তম—আগে শিষ্যকে ইষ্টদর্শণ করান, তাহার দৃঢ়া স্মৃতিলাভ হউক, তাহার পর বেদান্তের উপদেশ দিন নচেৎ জিহ্বা নিরস্ত করা প্রয়োজন। শঙ্কর জাগো প্রাণেশ্বর!

লাভ পূজা নিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ।
এতে চান্যেচ বহবঃ প্রপঞ্চাং কুতপস্বিণাম্॥

লাভপূজার জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শিষ্যসমূহ সংগ্রহ কুতপস্বীর লক্ষণ। ত্যাগীগণ ইহা ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মের ব্যাভিচার করিতেছেন।

অবশ্য এখনও ধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ আছেন, এখনও প্রকৃত সদ্‌গুরু আছেন এবং যথার্থ ত্যাগী আছেন ইহা স্থির, নচেৎ সংসার থাকিত না। যাঁহারা অতীতের ধ্বংসস্তূপ বুকে করিয়া তোমার জন্য, তোমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, প্রবলের অত্যাচার সহ্য করিতেছেন এস প্রভো তাহাদের রক্ষার জন্য আবার এস। শঙ্কর! আর কাহাকে ধর্ম্মের গ্লানি বলে, ইহা অপেক্ষা আর কি ধর্ম্মের গ্লানি সৃষ্টি করিয়াছ ত্র্যম্বক!

মাগো মহাশক্তি! নারীজাতির অবস্থা একবার দেখ মা। যে স্থানে মৈত্রেয়ী, গার্গী, অরুন্ধতী, আত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি মহীয়সী রমণীগণ অবতীর্ণা হইয়া সতীধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই সোনার ভারতে আজ নারীজাতির দুর্দ্দশা দেখ মা।

নারীগণ স্বামী দেবতা একথা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে স্বামী কিঙ্কর, স্বামী খেলার জিনিস পূজার জিনিস নয়, হাহাকারে ধরা পূর্ণ, সতী নারীগণ বিশীর্ণা, জাগো! মহাশক্তি জাগো মা, নারীধর্ম্ম যায়, সংসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। শঙ্কর এ পথহারা বিষয়-উন্মাদের রাজ্যে যাহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ লইয়া পর মুহূর্ত্তে সে কথা অস্বীকার করিয়া জিহ্বাকে কলঙ্কিত করে, সেই উন্মাদগণের জন্য একটা মহাউন্মাদের সৃষ্টি কর। অবিশ্বাসী আত্মাভিমানী উন্মাদগণের আত্মাহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাক্।

লোক মুখে শুনিতেছি, তোমরা আমায় উন্মত্ত বলিতেছ। উন্মত্ত কাহাকে বলে—যে একটা বিষয় একটা লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে না—তাহা হইলে কে উন্মত্ত? বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাহাদের চিত্ত অনুক্ষণ ছুটিতেছে তাহারাই কি উন্মত্ত নয়?

আমার জিহ্বা অবিরাম গুরু গুরু ঘোষণা করিতেছে, একই অবলম্বন করিয়া আছে, তবে আমায় উন্মত্ত ভাবিয়া কেন দূরে যাইতেছ ভাই?

তা ভাই আমায় উন্মত্ত বল, গায়ে ধূলা দাও, প্রহার কর, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহাতে দুঃখিত নই, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা কর—উপাসনা কর—জপ কর—জপ কর ভাই—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি" "জপান্মুক্তি" "জপান্মুক্তি" সে কথা একবার স্মরণ কর, আবার ব্রাহ্মণ হও। একথা অহোরাত্র শ্রীগুরু এ জিহ্বার দ্বারা ঘোষণা করাইবেন; তোমরা পথ নাও কাজ কর, শান্তি নাও, পাপ করিও না।

নারি—স্বামী তোমার দেবতা, স্বামীপূজা কর, স্বামী সেবা কর। সেই পুরাতন সেই হারাণ-সত্য আজ নূতন করিয়া লইয়া সংসারকে স্বর্গে পরিণত কর। মাগো মহাশক্তি জাগো মা!

যে উন্মত্তগণ মহাসত্য সরল পথ অযাচিতভাবে দান করাকে উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ মনে করে তাহাদের সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমাদের শ্রীভগবান্‌কে ডাকার মত ডাকিতেই হইবে।

ভ্রাতৃগণ "শূন্য কলস বাজে বেশী" বলিতেছ। তা'বেশ! সেই সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের স্বর মিলাইয়া দেখ দেখি শান্তি পাও কি না, দুঃখ নিবৃত্তি হয় কিনা?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। হ্যাঁ ভাই, তোমাদের আদি পুরুষ বেদ দিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি শূন্য, বাল্মীকি রামায়ণ এবং বেদব্যাস মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ দিয়াছেন, কপিল সাংখ্য, পতঞ্জলি পাতঞ্জল দর্শন দিয়াছেন, বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম, গৌরাঙ্গ হরিনাম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শূন্য, আর তোমারই পরিপূর্ণ, তা'বেশ! কাঁদিও না, দুঃখ করিও না, তোমরা যখন পূর্ণ তখন হরিনাম কেন কর ভাই? ঈশ্বর আকাশকুসুম, পথ নাই, বল কেন ভাই? এপথে যাইলে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, ঈশ্বরকে দেখাইব, একথা বলিতে পারনা কেন ভাই?

যদি শ্রীগুরুদেব আমায়····জাগাইবার জন্য এই মহাসত্য প্রচার করেন তাহা হইলে আমি আদি পুরুষ ব্যাস বাল্মীকির শক্তি কেন পাইব না?

হে ত্রিশূলী এই বিষয়-উন্মত্তগণকে জাগাইবার জন্য এসো প্রভো! এই উন্মত্তগণের উন্নত স্পর্দ্ধিত গর্ব্বিত শিরগুলা তোমার চরণে লুটাইয়া পড়ুক, এদের যাওয়া আসা সুখ দুঃখ সব লও, তোমার পুণ্যচরণ-আলোকে ইহাদের অন্ধকার দূর করিয়া দাও, বলাও প্রভো যেমন বলাইতেছ বলাও, উঠ ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ হও, জাগো রমণী সতী হও। পথ লও, পথ লও, সংসারে বসিয়া কাজ পাইবে, তোমাদের জীবন ধন্য হইবে। আমি কিছু চাহি না, তোমাদের সুখ দুঃখ যাক্, তোমরা ঈশ্বর দর্শন কর; ঈশ্বর আছেন, মানবে তাঁহাকে দেখিতে পায়, জাগো জাগো জাগো।

জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবোমহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব সাধনা

দেবি! এই সেই মহাশ্মশান, এই মহাশ্মশানে তোমাকে শবসাধনা করিতে হইবে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে এই দেহেই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা জন্ম মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাইবে এই দেহেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

দেখ, এই মহাশ্মশানে পতিপ্রেম শবাকারে পড়িয়া আছে, সেই শবে উপবেশন করিয়া পতি-দেবতার উপাসনা করিতে হইবে। সাধনার দ্বারা এই শবকে জীবিত করিতে পারিলে পতি-দেবতার বরে দেবীত্ব লাভ করিবে।

এই সাধনার বলে লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতি রমণীগণ দেবীত্বের উচ্চাসনে উপবিষ্টা হইয়াছেন, সেই অতীতের অমর কীর্ত্তি তাহাদিগকে চিরজীবিতা করিয়া রাখিয়াছে। পতি সাধনা করিয়া তুমিও দেবী হও।

সাধনা পথে বিঘ্ন অনেক, তাহাতে আবার এই মহাশ্মশানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা শব-সাধনা, যাহাতে দেবতা অতি সত্বর সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন।

এই ভারত-রূপ মহাশ্মশানে কলিকাল-রূপ অমানিশায় সাধনা করিতে হইবে, বাঁধা অনেক। ঐ শোন পিশাচীগণের অট্টহাস্য, ঐ দেখ প্রেতিনী-গণের তাণ্ডব নৃত্য, আবার ঐ শোন ডাকিনীর সিংহনাদ। ভীত হইও না দেবী শবাসনা দিগ্‌বসনা দাক্ষায়নীর ক্রোড়ে তুমি উপবিষ্টা ইহা চিন্তা কর দশপ্রহরণধারিণী মা আমার তোমার দশদিক রক্ষা করিতেছেন, দক্ষিণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিশূলী দেদীপ্যমান, ত্রিশূল লইয়া তোমায় রক্ষা করিতেছেন। বামে চতুর্ভুজ চক্রপাণি, চক্রগদাদি লইয়া তোমার রক্ষায় নিযুক্ত আছেন, বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া লও। ঐ শোন দিক্ অম্বর ধ্বনিত করিয়া গম্ভীর মাভৈঃ ধ্বনি। তোমার কেশস্পর্শ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

ঐ দেখ ঐ এক পিশাচী পতি জীবিত থাকিতে উপপতির চরণ সেবা করিয়া পতিপ্রেম ধ্বংস করিয়াছে, তাই অনিবার পুড়িতেছে—অর্দ্ধদগ্ধ মুখ লইয়া ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, পুত্র পৌত্রাদি যাহা ছিল সবই ছাই হইয়া গিয়াছে, তোমায় বাঁধা দিতে আসিতেছে; ভয় নাই বল রাম রাম রাম।

ঐ এক প্রেতিনী বুকের উপর ভোগের আগুণ জালিয়া ভোগপূরণে অসমর্থ স্বামীকে ঝাঁটা জুতার দ্বারা প্রহার করিয়া পতি প্রেমকে নাশ করিয়াছে, দিবারাত্রি জলিতেছে, রোগশোক জালা যন্ত্রণার বৃশ্চিক সর্ব্বক্ষণ উহাকে দংশন করিতেছে, বুকের জালা চাপিয়া তোমায় বাঁধা দিবার চেষ্টা করিতে আসিতেছে; ভয় নাই উচ্চ কণ্ঠে বল রাম রাম রাম।

ঐ এক ডাকিনী অহরহঃবাক্যবাণে পতিপ্রেম ও পতি উভয়ই ধ্বংস করত এই মহাশ্মশানে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতেছে—ব্যঙ্গের দ্বারা তোমায় পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে; ঐ শোন ডাকিতেছে—বড় মজা, স্বামী গোলাম হুকুমের চাকর হইলে বড় মজা, যাহা বলিবে তাহাই করিবে—কি আনন্দ! পতিসেবা, এ যুগে পতিসেবা ঝাঁটায় করিতে হয়। পতিপূজা করিও না, ও পাগলামীতে ভুলিও না, আমি তোমায় পতিসেবা শিখাইব। ওঠ্ বলিলে উঠিবে, বোস্ বলিলে বসিবে। সাবধান! এ প্রলোভনে ভুলিও না. বল রাম রাম। ঐ দেখ ঐ প্রেতিনীর দুর্দ্দশা দেখ, কি এক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, মাথা খুঁড়িতেছে, চুল ছিঁড়িতেছে; আবার বল রাম রাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ ঐ এক রাকিনী পতি দেবতা এ কথা ভুলিয়া গিয়া পতির সমান উত্তর করিয়া পতিপ্রেম ধ্বংস করত বুকে জালার শ্মশান জালিয়া, জলিয়া মরিতেছে। ঐ শোন বলিতেছে, "সংসার করিতে হইলে বলিতে হয় বৈ কি" 'স্বামী বলিয়া ছাড়িয়া দিব নাকি'? 'জলে মলুম জলে মলুম' "জালায় বলিতে হয়"। রাক্ষসী জানে না যত ধলা তত জালা, জালা—কুবাক্য অনলে নিভে না, আরও জলে। সুমিষ্ট বাক্য-কুসুমে ভক্তি চন্দন মাখাইয়া স্বামী দেবতার পূজা করিলে চিরকালের মত জালা যায়। ঐ রাকিনী আসিতেছে—তোমার কাণের কাছে বলিবে "সংসার করিতে হইলে বলিতে হয় বৈ কি"; তুমি উচ্চৈঃস্বরে বল রাম রাম।

ঐ এক শাকিনী হরি হরি গুরু গুরু করিয়া মালা ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে, ও মাগী "সোনা হারিয়ে আঁচলে গিরো দিয়েছে।" স্বামীভক্তি না করিয়া গুরুই বল, কালীই বল অথবা হরিই বল তাহার দ্বারা তোমার কিছুই হইবে না, স্বামী গুরু, স্বামী হরি ঐ শাকিনী জানে না; স্বামীকে সন্তুষ্ট করিলে জগৎস্বামীকে সন্তুষ্ট করা হয়, তাহা না জানিয়া গুরু গুরু হরি হরি করিয়া কাঁদিয়া আকুল। ঐ দেখ বলিতেছে "তীর্থ করিতে যাইতেছি" "গুরু পার কর"। দেবি! তুমি একবার উহাকে বল স্বামীর পাদোদকই গঙ্গা, স্বামীপদরজই সর্ব্বতীর্থরেণু, ঐ দেখ সব চলিয়া যাইল। বল –

পতি র্ব্রহ্মাপতির্বিষ্ণুঃ পতির্দ্দেবোমহেশ্বরঃ
পতিরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীপতয়ে নমঃ।

আবার দেখ প্রেতিনীগণের পলায়নের পর দেবতারা তোমার তপস্যা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, দেবতাদের ভয় হইতেছে পাছে তুমি উহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব কর—সেই জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদির কারণ সমুহ তোমার সন্মুখে উপস্থিত করিয়া তপস্যা নষ্ট করিবেন, সাবধান!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষু, কর্ণরূপ পয়ঃপ্রণালী দিয়া দেবতারা তপস্যা নষ্ট করিয়া থাকেন। অর্থাৎ একটি কুৎসিৎ দৃশ্য দেখিয়া তোমার ক্রোধ হইল অথবা নিন্দা কি সুখ্যাতি শুনিয়া দুঃখ বা আনন্দ হইল; তাহাতে দুঃখ বা আনন্দ হইলে তৎক্ষণাৎ তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইল, সারাদিন পরিশ্রমে যেটুকু সঞ্চয় করিয়াছিলে সবটুকু হরণ করিয়া তাঁহারা তোমায় অশান্ত করিয়া ফেলিবেন, সাবধান। যখনই তোমার ক্রোধাদির কারণ উপস্থিত হইবে সেই সময় "পতি ব্রহ্মা পতি বিষ্ণুঃ" বলিয়া তিনবার প্রণাম করিয়া নীরব হইয়া থাকিবে। স্বামী দেবতাকে লাভ করিতে হইলে হাবা, কালা, বোবা হইতে হয়।

পক্ষান্তরে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়; উভয় ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, ইহারা দীপ্তি পায় বলিয়া দেবতা। ইন্দ্রিয়গণ তোমার উপর কর্তৃত্ব করিতেছে তুমি দেহ নও একথা ভুলাইয়া রাখিয়াছে সেই জন্য তোমার যাতায়াত নিবৃত্তি হইতেছে না। চক্ষু দেখিল তজ্জন্য পাপ পুণ্য চক্ষুর, কিন্তু চক্ষুর রাজা মন তোমায় বুঝাইয়া দিল তুমি দেখিয়াছ এ তোমার পাপ পুণ্য, এই প্রকৃতিতে অভিমান হেতু তোমার যাতায়াত নিবৃত্তি হয়না, তাহারা কর্ত্তৃত্ব করিয়া বড় কষ্ট দিতেছে তুমি শব সাধনা করিতেছ দেখিয়া তাহাদের ভয় হইয়াছে, তাহারা তোমায় বাধা দিবে। চক্ষু দেখিয়া বলিবে তুমি দেখিয়াছ, কর্ণ শুনিয়া বলিবে তুমি শুনিয়াছ, এ পাপ পুণ্য তোমার এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও এইরূপ করিবে: ইহাদের রাজা মন সে তোমাকে নষ্ট করিবার জন্য অবিরত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিবে, আগে তাহাকে বশ করিতে হইবে, সে অন্যায় করিয়া বলিল এ পাপ তোমার, তুমি অমনি বলিবে "স্বামীন্! আমি ত জড়, আমার ত কোন শক্তি নাই, তুমি বলাও তাই বলি তুমি করাও তাই করি, এ পাপ পুণ্য তোমার, এ বোঝা আমার কেন নাথ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ত কিছু করিতে পারি না, প্রাণেশ্বর! আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী, এ পাপ পুণ্য তোমার, এই মনের বোঝা দেবতার পদে ফেলিয়া দাও—পাপ পুণ্যের বন্ধন আসিবে না। এইরূপ মন অবিরত দেবতাসঙ্গ করিলে সেও দেবতা হইয়া যাইবে এবং স্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করিবে।

মন বড় দুষ্ট, সে নিমিষে ত্রৈলোক্য ভ্রমন করে, সাধনার নাম শুনিলে দেশ ছাড়িয়া পালায়, আসন কোশাকুশি দেখিলে অস্থানে লুক্কায়িত হয়, একথা সত্য।

দেখ মন একটি দুষ্ট বালক—প্রহার করিলে তাহাকে বশ করিতে পারিবে না, প্রথম তাহার বশে যাইতে হইবে, অন্যায় করিলে বুঝাইতে হইবে, দিবারাত্র তাহাকে পাহারা দিতে হইবে। শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রহরী দুইটার হাতে গুরুরূপ চকচকে হাতিয়ার খানা দাও, তাহারা মনের শরীর রক্ষা করুক। কিছুদিন পাহারা দিবার পর মন যে চক্ষু দুইটী লইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমন করে সে চক্ষু দুইটী আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যাইবে, একটী নূতন চক্ষু ফুটিবে, তখন সে শান্তশিষ্ট হইয়া যাইবে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে, সহস্রারে, যেস্থানে রাখিবে সেই স্থানেই স্থিরভাবে থাকিবে।

দুষ্ট বালককে বশ করিতে হইলে যেমন প্রথম খাবারের লোভ দেখাইতে হয় সেইরূপ সংসারের উন্নতি, শরীরের সুস্থতা, গহনা, স্বামীর ভালবাসারূপ মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের নাম করিয়া মনকে বশ কর, তাহার পর সে আর কিছু চাহিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় কিছুরই অভাব থাকিবে না, সব হইবে, জপ কর, অবিরাম জপ কর; শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রহরী দুইটার হাত হইতে অতি দুরন্ত মন প্রথম প্রথম পলাইবে, সেইজন্য প্রাতে উঠিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িবে নিজের নারীগর্ব্বে জলাঞ্জলি দিয়া "তুমি দেবতা আমি দাসী" বলিয়া চরণধূলি লইয়া মস্তকে দিবে, মনের গায়ে ধূলি লাগিলে সে আর পলাইতে পারিবে না। তোমার কিসের গর্ব্ব? দেবী! নারীগর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়া যদি শান্তি পাইতে তাহা হইলে আপত্তি ছিল না, শুধু জ্বালা যন্ত্রণা যাতায়াত ছাড়া নারীগর্ব্বে আর কিছু নাই।

তাহার পর প্রহরী দুইটার হস্তে মনকে দিয়া (অর্থাৎ শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতে করিতে) স্বামীর কাজ কর। উঠান ঝাঁট দাও, বাসন মাজ, গোসেবা কর, এইরূপ কিছুক্ষণ করিবার পর দুই চারিদিন মন একটু লাফালাফি করিবে, দুষ্ট বালক অনেকক্ষণ আটক আছে, ক্ষুধা হইয়াছে, প্রহরী দুইটারও আহারের প্রয়োজন, সেইজন্য স্নান করিয়া আসিয়া স্বামীকে তৈল মাখাইয়া দাও। তাঁহার স্নানান্তে তাঁহাকে পূজা কর। তিনি উপস্থিত না থাকিলে পাদুকা বা চিত্র লইয়া পূজা কর। স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সেবার দ্বারা প্রহরী দুইটার বলবর্দ্ধন কর। এইরূপ কিছুদিন করিলে স্বামীদেবতা "চিত্তশুদ্ধি" নামক একখানি জাল দিবেন, আর মন পালাইতে পারিবে না। মন বশ হইলে জগতে অপ্রাপ্য কিছু থাকিবে না। কর্ম্মের বন্ধন আসিবে না, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন যাহাকে যাহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে তাহার তাহাই হইবে। তোমার কৃপায় মৃতব্যক্তি মরণতোরণ হইতে ফিরিয়া আসিবে, তোমাকে দর্শন করিয়া রোগী, শোকী, পাপী, তাপী, শান্তিলাভ করিবে; এদেহে তুমি আকাশে গমন করিতে পারিবে, দেবতারা আসিয়া তোমার স্তব করিবে। দেহ অন্তে স্বামীর সহিত এক হইয়া যাইবে; চির-মিলন, বিরহ সেদেশে নাই আগুণে দাহিকা শক্তির মত অপৃথক্‌ভাবে থাকিবে।

জপ কর, অনিবার স্বামী স্বামী জপ কর—জিহ্বাকে উর্দ্ধে চাপিয়া রাখ দৃষ্টি স্বামীর কোটিসূর্য্যসমপ্রভ কোটিচন্দ্রসুশীতল চরণনখরে স্থির রাখ, অথবা স্বামীদেবতার উর্দ্ধনেত্রে নেত্র স্থির কর, কিম্বা স্বামীর মণিময় মুকুটের উজ্জ্বল হীরকখণ্ডে তোমার চক্ষু দুইটী স্থির করিয়া জপ কর। বসিয়া জপ করিতে পা ব্যথা করে, কাজের ক্ষতি হয়, কাজ করিতে করিতে জপ কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্রামকালে জপ কর, শয়ন করিয়া জপ কর, লোকের কথা শুনিবার সময় জপ কর, প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত কথা ছারিয়া দাও, কথা বলিবার পূর্ব্বে বাপরে "স্বামীর ইচ্ছা' এই কথা বল!

স্বামীর দাসী তুমি, সাধারণ দাসীরা মাসিক বেতন পায়, তুমি দিবারাত্র স্বামীর প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-আদর-সোহাগরূপ বেতন পাইতেছ, কেন স্বামীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে না? স্বামীর পূজ্যগণকে পূজা কর, স্বামীর কনিষ্ঠগণকে স্নেহ কর। তোমার সাধনায় সংসারের অভাব জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হইয়া যাইবে, শান্তি শান্তি শান্তি আসিবে।

সীতা সাবিত্রীর শক্তি তোমায় আলিঙ্গন করিবে। তুমিই সীতা সাবিত্রী, দুর্গা হইয়া যাইবে। তোমাকে আদর্শ করিয়া পিশাচীগণ সাধনার দ্বারা দেবীত্ব লাভ করিবে।

মনের ক্রীড়াপুত্তলী মানবীই রাক্ষসী, পিশাচী, প্রেতিনী, দানবী। মনকে জয় করিতে পারিলেই তাহারাই সীতা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী।

মানবই সাধনবলে দেবতা, সাধন হীন মানবই প্রেত পিশাচ। দেবী হও, দেবী হও, অহরহঃ বল—

পতি ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতির্দ্দেবোমহেশ্বরঃ
পতিরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীপতয়ে নমঃ॥

জাগ মহাশক্তি জাগগো আবার।
নারীধর্ম্ম যে মা হয় ছারখার॥
ঘুমাইও না আর মিলগো নয়ন।
কত দিন রবে হয়ে অচেতন॥
জাগগো জাগগো জননি আমার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতি ধর্ম্ম মর্ম্ম পতির সাধনা
প্রচার ভারতে (করি) পতি আরাধনা।
পতিই দেবতা ঘোষ অনিবার॥
দেবভাবে মাগো স্বামীরে পূজিলে
দেবী হয়ে যাবে স্বামী শক্তিবলে
ভাবনা যাতনা রবে না গো আর॥
তোমার আদেশে (পুনঃ) আদিত্য উঠিবে।
তোমার ইচ্ছায় অঘটন হবে।
যা' বলিবে তাহা করিবে আবার॥
বিপন্ন হইয়া তোমার সকাশে
এসেছি জননি জাগাবার আশে
জাগিয়া কর মা (নারী) ধর্ম্মের উদ্ধার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্ত সিংহ

গুরো শঙ্কর প্রাণেশ্বর! প্রলয় পয়োধিজলে মৎস্যরূপে বেদ রক্ষা করিয়াছিলে। আবার প্রলয় উপস্থিত, পাশরূপ সাগর সলিল উপাধিরূপ প্রবল বাত্যায় স্ফীত হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র সমস্ত নষ্ট করিল, অবিলম্বে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া হয়গ্রীবের হস্ত হইতে শাস্ত্র উদ্ধার কর। এবার গীতা মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিয়াছে ভক্তগণকে তাহা পান করাও; তাহারা দেবতা হইয়া ধর্ম্মের শত্রু, শাস্ত্রের শত্রু, জগতের শত্রু,—ছদ্মবেশী অসুরগণকে ধ্বংস করিয়া ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করুক।

নাথ! ব্যাকুল ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছ, তুমি নরাকারে ধরায় আসিয়াছ; কোথায় আসিয়াছ তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। তাহার হেতু অভিমান—আমি বেশী বুঝি, আমি গুরুর উপযুক্ত, এ তোমার দেওয়া অভিমান তুমি নাও, দীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়া দাও।

দয়াময়! ইহাদের বল যতদিন নিজের এবং শিষ্যের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জানিতে না পারে অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন জিহ্বা নিরস্ত রাখে নচেৎ শাস্ত্র গহনের যশঃ ও অর্থরূপ আপাত মধুর ফল দুইটী তার সর্ব্বনাশ করিবে। গুরুত্বের গুরুভার লইয়া সে দুর্গম পথে যাইতে পারিবে না।

তোমার ত্রিতাপনাশক শাস্ত্রকে শস্ত্রে পরিণত করিয়া শাস্ত্রজ্ঞগণ সংসারে প্রলয় অনল জ্বালিয়াছেন, পরস্পরের শস্ত্র সংঘর্ষে অনল উত্থিত হইয়া পরস্পরকে দগ্ধ করিতেছে, রোগে শোকে মানে অপমানে তাঁহারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদা জ্বলিতেছেন ; শিষ্য-যজমানের দুঃখ কি প্রকারে নিবৃত্তি করিবেন ? অবশ্য তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য-যজমানের কোন ক্ষতি নাই, তাহাদের ভক্তিসংস্কারে অর্পিত পত্রপুষ্পফলজল শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গ্রহণ করেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামিপ্রযতাত্মনঃ ॥

ইহাই শ্রীভগবদ্বাক্য। মাটীর দ্রোণ একলব্যকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর করিয়াছিলেন।

যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহাদের কর্ম্মের গতিও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচ তৎ প্রেত্য ন ইহ ॥

তাহাদের সেই অসৎ কর্ম্মের দ্বারা ইহলোক পরলোক কোন লোকেরই কার্য্য হয় না।

শিষ্য-যজমানের ক্ষতি না হইলেও নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করিতেছেন। এখনও শরীরে ভরদ্বাজ, কশ্যপ, শাণ্ডিল্য আদি জীবন্মুক্ত মুনিগণের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে একথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। পশুরাজ সিংহ আজ শৃগাল হইয়াছে। ওঃ কি অধঃপতন!

শিষ্য বুকভরা আশা, প্রাণান্তকারিণী জ্ঞানপিপাসা লইয়া অধ্যাপকের শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের বাসনা জানাইল। অধ্যাপক বলিলেন, মুখস্থ কর, সন্ধ্যা-আহ্নিক কম কর, পাশ করিতে পারিবে। ছাত্র পাঠ বুঝিতে পারিলাম না বলিলে অধ্যাপক তদুত্তরে বলিলেন বুঝিতে পার আর না পার মুখস্থ করিলেই পাশ করিতে পারিবে। হায়! পাশ, তুমি কতদিনে সংসার হইতে চির বিদায় লইবে।

গুরুসেবায় প্রয়োজন নাই, পড়িলেই গুরুসেবা হয় ; কেহ কেহ একথা বলেন। কিন্তু তাহা হয় না। তাহা হইলে সকলেই জ্ঞানী হইতে পারিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুসেবা ব্যতীত বিদ্যার স্ফুরণ হইতে পারে না। অধুনা বিদ্যার আসনে অবিদ্যাকে বসাইয়া জালা যন্ত্রণা, যাতায়াতের কিঙ্কর, যশঃ অর্থলোভী শাস্ত্রজ্ঞগণ ক্রন্দন করিতেছেন—হায়! সারাজীবন শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া ত্রিতাপ দূরে যাক্, একটি তাপও নষ্ট হয় না; ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়?

গুরুসেবা জগৎ হইতে দূর করিয়া দিয়া কেবল কাঁদিতে হইতেছে। আর আরুণি উদ্দালক জন্মায় না। কেহ যদি গুরুসেবা গুরুপ্রনাম করে; তাহা হইলে সতীর্থ বড় বড় উপাধিধারিগণ স্থির করেন ইহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; নচেৎ গুরু গুরু বলিবে কেন? গুরুসেবা উন্মত্তের লক্ষণ, যে উপাধিধারিগণ স্থির করেন তাঁহাদের উপাধিটিই ব্যাধি একথা বুঝেন না। উপাধি! তুমি সম্মান দিতে পার সত্য, কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তি করিবার শক্তি তোমার নাই।

নাচ, গাও, আনন্দ কর, নিদ্রা যাও, শকুন্তলার রূপসাগরে ডুবিয়া যাও তাহাতে অধ্যাপক মহাশয়ের আপত্তি নাই সে সংবাদ তিনি রাখেন না। কিন্তু দেবপূজায় কাহার কতটা সময় নষ্ট হয় সে সংবাদ তিনি প্রায়ই লইয়া থাকেন।

হায় অধ্যাপক মহাশয়! আপনি জানেন না, যে সম্মানের জন্য উপদেশ দিতেছেন, সে সম্মান কতক্ষণ স্থায়ী; জলবিন্দুর মত এক নিমিষে কালসাগরে মিশিয়া যাইবে, তাহার জন্য শিষ্যকে বিপথে চালিত করিবেন না। সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া যে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়াছেন, তাহাকে পণ্ডশ্রমে পরিণত করিতে বসিয়াছেন। এখনও সাবধান হউন।

যশঃ-জঠরের জন্য, শাস্ত্রপাঠ নয়, তাহা হইলে ভাষান্তর পাঠ করা উচিত ছিল; তাহাতে যশঃ ও অর্থ অধিক হইত 'অসভ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' এ দুর্ণাম কিনিতে হইত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য শাস্ত্র, দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্র, জগতকে আলোক দিবার জন্য, নিজে বুঝিয়া পরকে বুঝাইবার চেষ্টা করুন। কেবল নিজের সম্মান ও অর্থের জন্য মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিবেন না।

শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সংসারে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র পরিজন বেষ্টিত হইয়া লোকে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এ ধারণা আপনার নাই। আপনি কথায় কথায় শাস্ত্র আবৃত্তি করেন সত্য কিন্তু আপনি শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করেন না। 'গৃহী শান্তিলাভ করিতে পারে না' এ ধারণা আপনার অমূলক। শাস্ত্র-কথিত গৃহী হইতে পারিলে শান্তি সকলেই লাভ করিতে পারেন।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি এই কথাগুলি সহস্রবার উচ্চারণ করিলেও পাইবেন না। শমদমের আচরণ ব্যতীত তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। ক্রিয়া ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান আসিতে পারে না। শাস্ত্র পাঠ করিয়াও লোকে মূর্খ হয়। পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন তাহাও ভুল। শাস্ত্র বলেন ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পণ্ডিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।

মূর্খ আর কাহাকে বলে, যে শাস্ত্রকে শস্ত্রে পরিণত করিয়া নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করে সেইত মূর্খ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ষড়রিপুকে যতদিন না জয় করিতে পারে ততদিন কেহ পণ্ডিত হইতে পারে না। সত্য কথায় আপনার ক্রোধ আসিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু বলুন দেখি ক্রোধরূপ একটা রিপুর যিনি দাস তিনি পণ্ডিত কিসে।

অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছতি যে কেচাত্মহনোজনাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি কি সেই আত্মহত্যাকারী নন? যদি আত্মহত্যাকারী না হন তাহা হইলে কি উপায়ে শান্ত হইয়াছেন জগতে প্রচার করুন। কলিপীড়িত জীব উদ্ধার হউক।

হে ছাত্রমণ্ডলী! পাশ, জীবনের উদ্দেশ্য নয় কেবল প্রশ্নপত্র মুখস্থ করিয়া অথবা "গার্ড"-বন্ধুর অনুগ্রহে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই পাশ রক্ষা করিতে যত কষ্টভোগ হইতেছে দেখিতেছ ত, পাছে সম্মান যায়, পাছে লোকে মূর্খ বলে এই চিন্তায় উপাধি ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাইরে! শান্তি চাও, জ্ঞান অন্বেষণ কর, যশঃ অর্থ আপনি আসিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। জ্ঞান জীবনের উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য ভুলিও না। জ্বালো জ্ঞানের আলোক জ্বালো। নিজের অন্ধকার দূর হইয়া যাক্ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম চলিয়া যাক্, জগতে আলোক দাও, ব্রাহ্মণ হও, ব্যাস-বশিষ্ঠের মত জনহিতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর, নচেৎ উপস্থিত জ্বলিতেছ পরে জ্বলিবে, জন্ম জন্মান্তরেও এ জ্বালার শান্তি হইবে না।

শাস্ত্র পড়, শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে অভ্যাস কর। নিজে বুঝিলে নিজের জ্বালা নিবৃত্তি হইলে, অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা কর।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ করিয়া রূপক বলিয়া সব উড়াইয়া দিতে চান, সেটা তাঁহাদের ভ্রম। শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সকলই আছেন এবং সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন; ইহা স্থির। সসীম মানবের নিকট তিনি সসীম, সসীম মানব অসীম কল্পনা করিতে পারে না; সে আলোক স্বয়ং প্রকাশ হয়।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
শঙ্করস্যচ কর্ত্তাস্যা মুপহন্যামিমাং প্রজাঃ॥

একথা যখন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আপনি ব্রহ্মজ্ঞানীই হউন আর যাহাই হউন যতক্ষণ আপনার জগদ্দর্শন আছে, ততক্ষণ আপনি কর্ম্ম করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধ্য। এ নীতির বিপরীতাচরণে প্রজা বিভ্রষ্ট হইবে তাহাতে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে জানেন না।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ রাজার দান নাই, লোকের সহানুভূতি নাই, বিশ্বাস নাই, এই কথা বলিয়া নিজের শক্তিহীনতা গোপন করিতে চান, নিজের দোষ পরের স্কন্ধে চাপাইয়া একটু নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করেন। তাহা তাঁহাদের ভ্রম। কেন রাজা দান করিবে, কেন লোকে বিশ্বাস করিবে? পাচক ও পুরোহিতের পার্থক্য যজমান বুঝিতে পারে না সেইজন্য সে বিশ্বাস করে না। শক্তি দেখান, আপনার আশীর্ব্বাদে রোগী রোগমুক্ত হউক, আপনার সাধন-শক্তিতে প্রতিমা সজীব হউন, আপনার মন্ত্রধ্বনি শুনিয়া পিতৃগণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে আসুন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহা প্রত্যক্ষ করুক, সে দেখুক তাহার দেওয়া গামছা তাহার পিতৃগণ পরিধান করিতেছেন, তাহা হইলে শ্রাদ্ধটা বাজে খরচ নয় সে বুঝিতে পারিবে; তাহাকে আর কাপড়ের কথা বলিতেও হইবে না। চণ্ডীপাঠের দ্বারা যজমান বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করুক, তবে আপনার মর্ম্ম ও চণ্ডীর মর্ম্ম সে বুঝিতে পারিবে, নচেৎ কর্ম্মের পূর্ব্বে দক্ষিণার চুক্তি এবং কাপড় ছোট বলিয়া লাঠালাঠি করিলে কিছু করিতে পারিবেন না। সম্মান উপাধিতে নাই। সম্মান স্বীয় শক্তিতে দেখান শক্তি সম্মানের অভাব হইবে না।

আপনারা রাশি রাশি শাস্ত্র পড়িয়া ঈশ্বর আহার দান করেন একথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া যদি রাজার দান, লোকের সহানুভূতির জন্য কাঁদিয়া আকুল হন তাহা হইলে আপনাদের শিষ্য যজমানেরা কি করিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করিবে? আপনারাইত অবিশ্বাসের বীজ বপন করিতেছেন।

আপনারা আবার বিচার চান, বিচার করেন, শাস্ত্র পড়িয়া যাঁহার জ্বালা নিবৃত্তি হয় না তাঁহার আবার বিচার শুনিলে হাসি পায়। কাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রোধাদি ছয়টা নিকৃষ্ট রিপু যাঁহাকে পরিচালিত করিতেছে তাঁহার কি বিচারজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে না ?

সহস্র সহস্র শাস্ত্রবাক্য অভ্যাস করিয়া লোভ ত নষ্ট হইল না; ব্যবসাদারী ত গেল না। যজমানের ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করেন, তাহার মধ্যেও আশা রাখেন। যাহাদের কাছে লাভের আশা আছে যাহারা নিমন্ত্রণ করিবে, যাহাদের দশ ঘর যজমান আছে তাহারা মূর্খ হইলেও তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া যজমানের অর্থ শোষণ করেন; এইত আপনাদের কর্ত্তৃত্ব। এখনও সাবধান হউন, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবে, আপনাদের সব জলিয়া যাইবে; শাস্ত্রজ্ঞান ধ্বংস হইয়া যাইবে, মূকও বধির হইয়া যাইবেন। এখনও নিজেদের ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতিষ্ঠা করুন, কাহারও মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। নিজের শক্তিতে নিজে জাগিয়া উঠুন জগতকে জাগান। কলিকালরূপ ঘোর অমানিশায় পথহারা দুঃখী জীবগণকে সুপথ দেখাইয়া দিন; জীবসমূহকে উদ্ধার করুন।

আলোক দিন। নচেৎ শঙ্করের কোপানলে অবিলম্বে দগ্ধ হইয়া যাইবেন।

জাগো সুপ্ত সিংহ জাগো, স্বর্গীয় রসনা শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে নির্ভয়ে সত্য ঘোষণা কর।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

দিগ্‌সুই।
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন জপ করো না
জপে মুক্তি জপে মুক্তি তা'কি জান না।
অহংকে কর্ত্তা করে, ভাস সদা আঁখিনীরে,
বল, তুমি কর, তুমি কর, আমি করি না॥
মনে মনে ভাব তুমি, সকলইতো জানি আমি,
যে জন 'তারে জ্ঞানি' বলে, সেতো জানে না॥
জিহ্বাকে উর্দ্ধে টেনে রেখে, শ্বাসে শ্বাসে তারে ডেকে,
তাঁর কর্ম্ম করে যাও, কেন শান্তি পাবে না॥

কর্ম্ম করে ফল নিও না
তাঁর ফল তাঁরে দিও বাঁধন আসবে না।
ভুল করে ভাব তুমি, সকলইতো করি আমি,
হায় তুমি কিছু করো না।
প্রারব্ধের বশে বশে, যেতে হবে তোমায় ভেসে,
উজান যেতে পারবে না।
যতদিন আমি রবে, যাতায়াত না ঘুচিবে
শুধু পাবিরে যাতনা॥
ঐ আয়ু-বায়ু বয়ে গেল, গুরু গুরু গুরু বল,
আর ভুলে থেক না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতের রাজ্য

দাদা, অমাবস্যার দিন আপনার সহিত ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া শ্মশানের কাছে নিদ্রিত হইয়া এক ভূতের রাজ্যে গিয়াছিলাম। সে এক ভূতের বিরাট সাম্রাজ্য, সকলেই ভূত, রাজা ভূত—রাণী ভূত, মন্ত্রী ভূত, পণ্ডিত ভূত, প্রজা ভূত, ভোগী ভূত, ত্যাগী ভূত, যোগী ভূত, সে এক ভূতের বিশাল মহামেলা।

সকলেই দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা লইয়া বেশ আছে, শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে, অস্থি সংঘর্ষে নিজের মুখ কাটিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে, সেই আপনার শোণিত পান করত উন্মত্ত হইয়া পুনর্ব্বার চর্ব্বণ করিতেছে, জ্বলিতেছে পুড়িতেছে তথাপি চর্ব্বণ করিতেছে। দেবতার পুণ্য আশীর্ব্বাদ কাণে কাণে বলিতেছে 'ও অস্থি ফেলিয়া দাও আপনার শোণিত আর পান করিও না' অমনি ভূতের দল বলিতেছে 'আমরা ভূত' খুব চর্ব্বণ করিব, জ্বালা-যন্ত্রণা আমাদের একচেটীয়া সম্পত্তি। আমরা বিষয় লইয়া কাঁদিব, কেবল কাঁদিব কাহারও কথা শুনিব না।' দাদা! আপনার কৃপায় তাহারা আমায় দেখিতে পায় নাই তাই রক্ষা।

তাহার পর পণ্ডিত ভূত গায়ে নামাবলী, দীর্ঘ শিখা, খুব বড় ফোঁটা, বড় বড় পুঁথি লইয়া নাড়িতেছে ঝাড়িতেছে একদৃষ্টে পুঁথির দিকে চাহিয়া আছে। তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক বেঁড়ে, এক লেজওয়ালা। এক একটা পণ্ডিতের পাঁচ সাতটা লেজও আছে। যাহার যত বেশী লেজ ভূত-সমাজে তাহার তত অধিক সম্মান। এই বেঁড়েও লেজওয়ালা ভূতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তি একই প্রকার। পূজা করিতে যাইয়া আগে নৈবেদ্যের সন্দেশ খাইয়া ফেলে, কাপড় ছোট, দক্ষিণার টাকা কম ইহা লইয়া যজমানের সহিত কলহ করে, অর্দ্ধেক মন্ত্র বলাইয়া টাকা আদায় না করিয়া অপর অর্দ্ধেক মন্ত্র বলে না; ফাঁকি দিয়া হোমের ঘৃতটুকু সংগ্রহের চেষ্টা সকলের আছে। পরকে উপদেশ দিবার সময় পঞ্চানন হয় কিন্তু বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর ঝাঁটা খায় আর কাঁদে ইহারাই ভূত সমাজে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, এক জোড়া·…জল খাইতে দাও অমনি নূতন ব্যবস্থা দিয়া দিবেন।

পূজা সে দেশে নাই। প্রতিমা আছে, পুঁথি আছে ঐরূপ পুরোহিত আছে। ভূতের মুখ দিয়া আর মন্ত্র বাহির হয় না। অস্থি চর্ব্বণ করিয়া তাহাদের জিহ্বা মোটা হইয়া গিয়াছে, হাতমুখ নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গি করত ভূতের মন্ত্র আবৃত্তি করে ও ফাঁকি দিয়া উদর পূর্ণ করিয়া থাকে।

যেমন পুরোহিত, যজমান ভূতও সেইরূপ, তাহারা বুঝিয়াছে ফাঁকি দিতেছে কতকটা লোকলজ্জায়, কতকটা স্ত্রীর খাতিরে, কতকটা ভূত সমাজে নাম কিনিবার জন্য। তাহারা ক্রিয়াকর্ম্ম করে, তবে সকলের চেষ্টা যাহাতে কম খরচে কাজ হয়। দশ হাতি কাপড়ের জায়গায় তিন হাতি গামছা দিয়া পৈত্রিক পূজা করে। সে সময় বড় দরিদ্র হয়। পরক্ষণে বিলাস-ব্যসনে, নাচগানে, মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করে; সে দারিদ্র তখন আর থাকে না। সহস্র-মুদ্রা কন্যার বিবাহে ব্যয় করে কিন্তু নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ দেড় হাতি তিনখানি গামছা দিয়া সারে এবং অতি কষ্টে পুরোহিতকে একটি টাকা দক্ষিণা দিয়া অপব্যয় হইল মনে করিয়া অনুতাপ করে। বেশ! যেমন পুরোহিত সেইরূপ যজমান 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"।

ভূতেরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া দেবতা হইত, এখন তপস্যার ভাণ আছে। ঠং ঠং করিয়া কোশাকুশি নাড়ে, ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলে আর ভাবে কি তপস্যাই করিলাম। তার মধ্যে বোকা ভূতগুলাকে ডাকে আর বলে 'এই রকম কর, এই রকম কর, দেবতা হয়ে যাবি। দে আমাকে চোদ্দ সিকা প্রণামি দে।' লোক পরম্পরায় শুনিলাম এ রাজ্যে পূর্ব্বে পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করিতে আসিতেন, প্রতিমা সজীব হইতেন; এই ল্যাজওয়ালারা ও বেঁড়ে ভূতগুলার মন্ত্রের চোটে তাঁহারা দেশত্যাগ করিয়াছেন। নিজেরা ফাঁকি দিতেছে, শিষ্যগণকে ফাঁকি দিতে শিখাইতেছে; উপর হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রহার খাইয়া অনিবার ক্রন্দন করিতেছে।

প্রেতিনীগুলোর মূলার মত দাঁত, করতালের মত চোখ, ঢাকের মত গলা! প্রত্যেক কথায় খানিক খানিক বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। আত্মীয় স্বজন সেই বিষে জরজর হইয়া পড়িয়াছেন, হস্তে ঝাঁটা লইয়া সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করত 'আমরা সংসারের কর্ত্রী, আমরা স্বাধীনা' এই মহাবাক্য প্রচার করিতেছে। শাসনের নামে কন্যা-পুত্রকে সংহার করিয়া তাহাদের কোমল মস্তকগুলি আনন্দিত মনে চর্ব্বণ করিতেছে, দুই কস দিয়া রক্তধারা পড়িয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়াছে, সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে 'এই ত সন্তান পালন, এইত শাসন।'

মাঝে মাঝে স্বামী ভূতগুলার গায়ে বিষ উদ্গীরণ করিয়া দিতেছে, তৎক্ষণাৎ ক্ষত হইয়া যাইতেছে। কোন কোন প্রেতিনী স্বামীভূতকে ঝাঁটা মারিতেছে, স্বামীভূত পা ধরিয়া কাঁদিতেছে নাকে খৎ দিতেছে কাণ মলিতেছে ও জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

প্রেতিনীগুলো সূর্পনখার মত কামচারিণী, পুরুষ ভুলাইবার সময় মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আড়নয়নে দেখিতেছে, ইসারা করিতেছে। পথে চলিবার সময় আমার রূপ কে কে লক্ষ্য করিতেছে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহা দেখিতেছে, সেই স্ত্রীর ঝাঁটাখেকো ভূতগুলা উকিঝুঁকি দিয়া রূপসুধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পান করিতে যাইয়া বুকের জালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। 'পরস্ত্রীর রূপ জিনিষটা একটা বিষাক্ত দ্রাবক' তাহা তাহারা বুঝে, তথাপি পান করিয়া জলিয়া মরিতেছে।

টাকাওয়ালা ভূত টাকার উপর বসিয়া সুদের সুদ তার সুদ করিতে গিয়া কুল কিনারা পাইতেছে না। টাকার মধুর ধ্বনিই তাহার ইষ্টমন্ত্র। এক পয়সার ছোলা কিনিয়া বহুদিন জলযোগ করে, অতিথি আসিলে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়, অথবা কুকুর লেলাইয়া দেয়। আহা ইহারা বড় জলিতেছে।

যোগীভূত যোগের ভাণ করিয়া বসিয়া আছে, মনে করিতেছে আমি যাহা জানি তাহা আর কেহ জানে না, নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া রাশি রাশি শিষ্য সংগ্রহ করিতেছে, জ্ঞানগর্ব্বের বিশ মণ পাথর কাঁধে লইয়া গলা ফুলাইয়া চোখ বাহির করিয়া বসিয়া আছে ৪০টী রৌপমুদ্রা ব্যয় করিতে না পারিলে তাহার নিকট দীক্ষা কেহ পায় না; লোকমুখে এ কথাও শুনিলাম।

হাড় চিবাইয়া চুয়াল ব্যথা করিতেছে 'এই অবসরে দেবতা হইয়া লই; এই মতলবে কতকগুলা ভূত ফোঁটা তিলক কাটিয়া নামাবলী লইয়া, মালাঝোলা গলায় বাঁধিয়া লম্ফঝম্ফ ও চীৎকার করিতেছে, ভূতের মুখে ও রামনাম বাহির হয় না; আম আম করিতেছে। চীৎকার করত গলদঘর্ম্ম হইয়া ভাবিতেছে, আমরা অন্য ভূত অপেক্ষা ভাল চেষ্টা করিতেছি ত, কিন্তু জিহ্বার দোষে আত্মাভিমানে রাম বলিতে আম বলিতেছে, হরি বলিতেছে হরণকরা বুঝাইতে, যদি অবিশ্রান্তভাবে নাম করে তাহা হইলে জিহ্বার দোষ ভাবের অভাব নষ্ট হইয়া যায়। তাহা করিবে না। দশ পনের দিন অন্তর একদিন নাম করিতেছে আর অপর ভূতগুলাকে ডাকিয়া বলিতেছে 'আমাদের পূর্ব্বতন অমুক অমুক এইরূপ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা হইয়াছিল। আমরা ঠিক করিতেছি, এইরূপ করিয়াই আমরা স্বর্গে যাইব। এস এস আমাদের দলে এস আর প্রেতত্ব থাকিবে না। কিন্তু হরি বলিলে পাপ যায় একথা তাহারা বিশ্বাস করে না। বলিতে হয় বলিয়া-যায়, বিশ্বাস থাকিলে পরক্ষণেই ক্রন্দন করিতে হইত না।

কিয়দ্দূর যাইয়া কতকগুলি ত্যাগী ভূত দেখিলাম। গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া চাদর, গেরুয়া জামা, গেরুয়া জুতা, গেরুয়া পাগড়ী, এই সব রং বদলাইয়া একটা আড্ডা করিয়া কতকগুলি একসঙ্গে জটলা বাঁধিয়া খাইবার পরামর্শ করিতেছে। পাঁচখানা লাঙ্গলের চাষ ও রকম বিরকমের ফসল হইতেছে, অধীনে পাঁচশত ভূত খাটিতেছে। ত্যাগীদের মধ্যে কেহ মাথা মুড়াইয়া শিখা রাখিয়াছে, কেহ জটা, কেহ কেহবা লম্বা চুল রাখিয়া শ্মশানে হরিশ্চন্দ্রের মত মাথায় ফেটী বাঁধিয়া বসিয়া আছে, সকলের লক্ষ্য পাকশালার দিকে।

গোয়াল ভরা গাভী, মরাই ভরা ধান, মাচা ভরা কুমড়ো অভাব কোন জিনিষের নাই।

আবার দেখি নেয়াল বসান ইস্ত্রি করা ঝুলির ভিতর গৈরিক কাপড়ের ছোট ঝুলিতে টিক্‌টিক্ করিয়া সময়-নির্দ্ধারণ যন্ত্র নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

এইরূপ রাশি রাশি কামনা রং বদলাইয়া গৈরিক হইয়া চোখ দিয়া, মুখ দিয়া, কাণ দিয়া, নাক দিয়া, বাহির হইতেছে।

রসনার প্রীতিকর যাহা সে সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ত্যাগ ধর্ম্মানুমোদিত না হইলেও তাহাতে বেশ রুচি আছে; জলন্ত অঙ্গার অথবা বিষ্ঠা ভোজনে পুড়িয়া মরিবার এবং গন্ধ লাগিবার ভয় আছে, এখানে ব্রহ্মজ্ঞান 'তাইরে নাইরে নাইরে না।'

এই ত্যাগীগণ যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া ত্যাগ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিয়দ্দূর আসিতে না আসিতে এক কৌপীনের জন্য সম্রাট হইয়া প্রশিষ্যের নাত জামাইয়ের ভগ্নীর বেহাই বাড়ী ছুটাছুটি করিয়া সব পণ্ড করিতেছে। ভূতত্ব ঘুচিবার পূর্ব্বে দেবত্বের ভাণ করিয়া যাতায়াতের পথ বাড়াইতেছে।

কেহ কেহ আবার ঝুপি হইতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বাহির করিয়া আপনার এবং পরের সর্ব্বনাশ করিতেছে। উপদেশের বাজার একচেটে করিয়া বড় মহাজন হইয়া সুবিধা মত ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, আজ্ঞাচক্র, বিরজারমণ, সমাধি এইরূপ বহুমূল্য কথাগুলি রপ্তানি করিয়া বেশ আনন্দে আছে। মান অপমান, নিন্দা-সুখ্যাতিতে ইহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, ছত্রিশ জাতি একত্র করিয়া উচ্ছিষ্ট ভোজনই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় স্থল।

কতকগুলা হাড়চিবুনে ভূত কুলগুরুর বার্ষিকের ভয়ে এবং 'আমরা হাড় চিবুতে চিবুতে স্বর্গে যাইব, ত্যাগী গুরু সাধনা জলে গুলিয়া ঢক্ করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন, আমি এখনই দেবতা হইয়া যাইব' এই আশায় ত্যাগীদের হাড়কাটে গলা দিয়া শান্ত শিশুটীর মত বারবরদারী খরচ যোগাইতেছে, কুলগুরুর দ্বিগুণ ত্রিগুণ পর্য্যন্ত দিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া হাড় চিবাইতেছে।

হায়রে! একটা পাতার কুঁড়ে, একটা লোটা, দুইখানা কৌপীন, একমুঠা চাউল যা'র যথেষ্ট তাহার রাজপ্রাসাদে তিনশো রাজমিস্ত্রী কাজ করিতেছে, তাহার পাতের রাজভোগ শৃগালভূত কুকুরভূতে খাইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তার প্রহারে প্রহারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি ভাবিতেছে আমার পথ ভুল হয় নাই। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ কাণে কাণে বলিতেছে ভুল করিতেছ। অমনি ত্রিশূল লইয়া কে একথা বলিতেছে তাহাকে মারিবার জন্য মারমার করিয়া ছুটিয়াছে, কি আমার ভুল ? আমি ত্রিগুণাতীত! রাগটুকু কি কোন গুণের কার্য্য নয় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভূতদের তুলিবার জন্য অনেক দেবতা ভূত সাজিয়া, ভূতদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। ত্যাগী, যোগী, ভোগীর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের আলোক দিতেছেন। দেবী প্রেতিনী সাজিয়া প্রেতিনীদের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেবতাদের চালচলন হাবভাব সবই ভূতেদের মত, সহসা চিনিবার কোন উপায় নাই।

ভূত সমাজে একটা ঢ্যাঁড়রা পড়িয়াছে একটা খুব বড় আলো আসিতেছে।

অদূরে দেখিলাম কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

এই মহামন্ত্র মধুর কণ্ঠে গান করিতে করিতে আসিতেছেন; তাঁহাদের রূপের প্রভায় সে দিক্‌টা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। মরি মরি! কি সুন্দর স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো! আমার যেন সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। দাদা ঠিক এই সময় আপনি ডাকিলেন উঠো, স্নান কর, এখানে আরও কর্ত্তব্য আছে।

দাদা! গুরো! শঙ্কর! একি ভীষণ স্বপ্ন দেখাইলেন! এই বিজয়-কুণ্ডের মহাশ্মশানে ঘুমাইয়া ত ভাল কাজ করি নাই। এখানে যত মরা পোড়ান হয় ইহারাই আমায় কোন ভূতের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে বুঝিলাম এসব আপনারই খেলা। আপনার চরণই আমার গয়া-গঙ্গা-বারাণসী, এ কথা কেন ভুলাইয়া দিয়াছিলেন! আমি ভক্তিহীন বলিয়া কি এই সব বিসদৃশ দৃশ্য দেখাইতেছেন? উত্তম, আমি আর গঙ্গাস্নান করিব না। আপনার পাদোদকই আমার মন্দাকিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী। পানে ও শিরে ধারণেই আমার কর্ম্মবন্ধন দূর হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে আমার সর্ব্বতীর্থরজঃ মাখা হইবে। গুরু গুরু গুরু এই মহামন্ত্র জপ করিলে জিহ্বার জড়তা দূর হইবে, এই কথা বুঝাইবার জন্তই কি আজ ভূতের স্বপ্ন দেখাইলেন? ওরে কলির জীব! জীবরে তোর গতি কি হবে রে! এখনও তোর বিশ্বাস দৃঢ় হল না রে! মন আর কবে গুরু চিনবি রে!

দাদা! শঙ্কর! গুরো! প্রণাম করি।

গুরু ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

দিগ্‌সুই
১লা আষাঢ়, ১৩২৫ সন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল রাম রাম রাম ।
দিওনা বিরাম জপ অবিরাম রাম রাম রাম ॥
ভবের ব্যারাম হইবে আরাম জপ রাম রাম রাম ॥
বল দাশরথি রাম, সীতাপতি রাম,
রঘুপতি রাম রাম ॥
প্রতি ধমনীতে হউক ধ্বনিত রাম রাম রাম ।
প্রতি রক্তবিন্দু জপুক সঘনে রাম রাম রাম ।
প্রতি অস্থি-মজ্জায় অঙ্কিত হোক রাম রাম রাম ।
প্রতি লোমকূপ হ'তে উঠুক রাগিনী রাম রাম রাম ।
নয়ন দেখরে রাম কর্ণ শুনরে রাম ।
জিহ্বা জপরে রাম বাক্য বলরে রাম রাম রাম ।
হের অনলে অনিলে, অবনি সলিলে, রাম ।
নীল গগনে, চন্দ্র কিরণে, শীতাংশু তপনে রাম ।
বিশ্ব ব্যাপিয়া বিপুল সঙ্গীত রাম রাম রাম ।
ডুবেছে বিশ্ব রাম সাগরে সীতারাম সীতারাম সীতারাম ।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মপথ

বিশ্বনিয়ন্তা এ বিরাট বিপুল বিশ্বের সম্রাট কি কৌশলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইয়া সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন! একই শৃঙ্খলে দণ্ড, পল, মুহূর্ত্ত, দিবা রাত্রি, মাস, বৎসর, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, ষড় ঋতু, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিরূপ যুগ চতুষ্টয়, শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখ, পুরস্কার তিরস্কার, পর পর শৃঙ্খলিত করিয়া বিশ্বসৃষ্টির প্রথম দিন হইতে এ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন! অণু-পরমাণু হইতে ক্ষুদ্র সসীম মানব সেই অসীম অব্যক্তের ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়াই এবং তাহাদিগকে প্রবলের হাতে রক্ষা করিবার জন্য সসীম মানবরূপে তিনি অবতীর্ণ হ'ন ও জীবগণকে ভক্তি শিক্ষা দেন।

এ জীবন-অভিনয়ের প্রথম দিন হইতেই তিনি ভক্তি শিক্ষা দিতেছেন। এক ফোঁটা দুধের ছেলে এত বড় বিশ্বপিতার ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়াই এ বিশ্বের সম্রাট তাহারই জনক হইয়া অজ্ঞান শিশুকে জ্ঞান পারাবারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্ব জননী তারই জননী হইয়া স্তন্য-সুধাধারায় শক্তি বর্দ্ধন করত রোগ এবং অন্য দুষ্ট বালকের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া সৎ শিক্ষা দিতে দিতে যৌবনের উপকূলে আনিয়া দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন।

বাল্যাদি খণ্ড খণ্ড মেঘ দূর হইয়া গিয়াছে, যৌবনরূপ সোনালি মেঘখানায় জ্ঞানসূর্য্য প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে। যুবক! একবার জগতকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ তোমাদের সংসারই একটী রাজ্য, তোমাদের বাটী রাজপ্রাসাদ, তোমার পিতামাতা রাজা ও রাজ্ঞী, তুমি ও অন্যান্য আত্মীয় সকল অনুগত ক্ষুদ্র প্রজা। সকলেই রাজা রাণীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজা উপযুক্ত পাত্রবোধে কাহাকে মন্ত্রীর, কাহাকে সেনাপতির, কাহাকে বা ধনাধ্যক্ষের পদ দিয়াছেন।

যুবক তোমায় সেনাপতির উপযুক্ত দেখিয়া রাজা তোমাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপ একগাছি চিরপ্রফুল্ল কুসুমমাল্য পরাইয়া বিনয়রূপ অভেদ্য কবচ এবং সেবাধর্ম্মরূপ শাণিত কৃপাণের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া বলিলেন 'বৎস! তুমি এই সংসারের সেনাপতি!' তুমি নতশিরে অভিবাদন করত তোমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লও। প্রথম কর্ত্তব্য:—রাজারাণীর তুষ্টি সম্পাদন, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন ও রাজ্যের উন্নতি-সাধন। সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য দুইটী আত্মীয়রূপ প্রজাগণকে বুঝাইয়া দাও, বল, এই রাজা রাণীই বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী, আমাদের উদ্ধারের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, অইস সাবধানের সহিত ইহাদের পূজা ও সেবা করি। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রাজা রাণীর ও পূজাগণের চরণে উন্নত শির নত করি; প্রতিদিন গুরুজনের পদরজঃ শিরে ধারণ করিলে আমরা কান্তি, তেজ, আয়ু, লাভ করিব, ইহারা আমাদের উপাস্য, একথা ভ্রমেও বিস্মৃত হইব না।

পরস্পর বিবাদ করিব না! গৃহ-বিবাদে বহিঃশত্রু আসিয়া গৃহের শান্তি নষ্ট করিবে, আমরা অশান্তি ভোগ করিব।

কোন ক্রমেই যেন রাজদ্রোহীতা না আসে, তাহা হইলেই আমরা রাজা রাণীর হৃদয় হইতে চির-নির্ব্বাসিত হইয়া আমরণ যন্ত্রণা পাইব।

যে কেহ কোন সুন্দর দ্রব্য পাইব তাহার দ্বারা অগ্রে তাঁহাদের পূজা করিয়া তাহার পর আমরা ব্যবহার করিব। রাজা রাণীর বিনানুমতিতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা কোন কার্য্য করিব না। আমাদের সমস্ত শক্তি সমস্ত একাগ্রতা দিয়া তাঁহাদের সেবা ও পূজা করিব, তাঁহারা দেবতা এ জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও মধ্যরাত্রে শ্রীগুরুদেবের আদেশ মত জপ ও ধ্যান করিব, জপ করিতে করিতে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিব।

প্রতি কর্ম্মের আদিতে শক্তি প্রার্থনা করিব এবং কর্ম্মান্তে ফল তাঁহাদের শ্রীচরণে অর্পণ করিব। সংসারে আমরা সামান্য কিঙ্কর মাত্র, তাঁহারা যেমন রাখিবেন আমাদের সেইরূপ থাকিতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা, লাভালাভ, সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা এ সকলে আমাদের প্রয়োজন কি? কার্য্য সফল হইলে, তাঁহারা সুখী হইবেন বিফল হইলেও তাঁহারা অসুখী হইবেন না, কারণ যখন আমরা তাঁহাদের পদধূলি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম সে বিফলতার হেতু তাঁহারাই, আশীর্ব্বাদ করেন নাই সেইজন্য কার্য্য সফল হইল না। সাফল্যে-বৈফল্যে আমাদের চিত্তকে চঞ্চল হইতে দিব না।

আমরা দাস। স্নেহ আশীর্ব্বাদরূপ বেতন লইয়া কার্য্য করিতেছি। লাভ ও অলাভ তাঁহারা দেখিয়া লউন তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমাদের কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যপালন; এইরূপে প্রথম কথা বুঝাইয়া দিয়া দ্বিতীয় কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দাও।

উন্নতি, কি করিয়া উন্নতি হইবে? প্রথমে বাহিরের উন্নতি পরে ভিতরে উন্নতি; সর্ব্বাগ্রে রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, লোক লোচনের বিষয়ীভূত হয়, তজ্জন্য প্রাসাদ ও পথ সুপরিষ্কৃত রাখিতে হইবে, প্রত্যহ ময়লা মাটী আবর্জ্জনা দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে, প্রতি গৃহ সুসজ্জিত রাখিতে হইবে। দেবতা সুন্দর বড় ভালবাসেন, গৃহদ্বার, পথ, কোন স্থান যেন অপরিষ্কার থাকে না, তাহা হইলে তাঁহারা বিরক্ত হইবেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এ দেহ ধারণই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অর্থের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, প্রয়োজন মত অর্থ রাজা রাণীর আশীর্ব্বাদে আসিবে। এস জপ করিতে করিতে সব পরিষ্কার করি, অবিরাম জপ করিতে করিতে সব পরিষ্কার রাখি।

হে মাতৃস্বরূপিণিগণ! রন্ধন ভোজনই জীবনের উদ্দেশ্য নয়! কেবল তাহাতেই দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন না। সব পরিষ্কার কর অন্তর বাহির পরিষ্কার রাখিলে তবে দেবতার কৃপা লাভ করা যায় তবে শান্তি লাভ করিতে পারা যায়। জপ করিতে করিতে সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম কর। প্রত্যহ লীলা শ্রবণ ও মনন কর, নাম কীর্ত্তন কর, ইহার দ্বারা ক্রমশঃ মালিন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

দেবতার প্রীতির জন্য নিত্য অতিথিসেবা করিতে হইবে। প্রথমে যদি আমাদের মুখের গ্রাস অতিথিকে না দিতে পারি তাহা হইলে অর্দ্ধমুষ্টি অতিথিকে দিব, অর্দ্ধমুষ্টি আমরা আহার করিব। এইরূপ অতিথিসেবা করিলে রাজারাণী আশীর্ব্বাদ করিবেন, অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা করিব, দেবতার আশীর্ব্বাদে সংসারে অপ্রতুল কিছুই থাকিবে না। আমাদের কর্ত্তব্য; কর্ত্তব্যপালন।

দেবতার সেবা, জগতের সেবা করিবার জন্য আমাদের জন্ম, একথা যেন ভ্রমেও ভুলিও না। পরের উপকারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, বিন্দুমাত্র নিজের ভোগ বাসনা রাখিও না।

হে যুবক, ইহার দ্বারাই তুমি সংসারে শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ ইহাকেই কর্ম্মযোগ বলিয়াছেন। এই কর্ম্মযোগের দ্বারা তুমি জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, সংসারে থাকিয়া ভগবদারাধনা হয়, একথা তুমি জান না। অদ্য হইতে তুমি মাতা, পিতা, ঈশ্বর, তাঁহাদের সেবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থির করিয়া লও এবং প্রতি কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদের পূজা কর। কি ভাবিতেছ? বিংশ শতাব্দিতে এরূপ হয় না মনে করিতেছ? বিংশ শতাব্দি তাঁহারই সৃষ্টি। এ কর্ম্মযোগও তিনি দিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় কর্ম্মযোগ সংসারে আসিয়াছে। সেই এক অদৃশ্য শক্তি জগৎকে নামাইয়াছেন তিনিই তুলিবেন। উঠ, জাগ, তাঁহার অভয়বাণী শুন।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥

তুমি সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মযোগের আদর্শ হইয়া জগতকে শিক্ষা দাও। বিশ্বপ্রীতির প্রসার কর।

ভগবানের মন্দিরস্বরূপ তোমার এ দেহকে পরিষ্কার রাখ, তোমার চিরপ্রফুল্ল কুসুমমাল্যরূপিণী জীবনসঙ্গিনীকে পতিভক্তি, পতিপ্রেমরূপ চন্দনে চর্চ্চিত করত ধারণ কর সেই কুসুমমাল্য লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। তদ্বিপরীতে সেই কামুকী রাক্ষসী হইয়া তোমায় ধ্বংস করত সংসারে আগুন জালিবে। বিনয়বর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সেবা-কৃপাণ লইয়া বীরের মত যুদ্ধ কর। ঐ দেখ নির্ব্বাণমুক্তি তোমার অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ ঈশ্বরবোধে কিছুদিন পিতামাতা বা গুরু, গুরুপত্নীর সেবা করিলে তুমি ভাবরাজ্যে যাইতে পারিবে। তুমি সে দেশের রাজা তুমি একথা জাননা। দেখ তুমি রাজা, প্রকৃতি তোমার রাণী, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ইহারা তোমার প্রজা। অহঙ্কারকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইয়া বারবার তুমি পরাজিত হইতেছ। এবার একটা সংযুক্তি শোন। তোমার হৃদয়পদ্মে গুরু, গুরুপত্নীকে বসাইয়া জপরূপ দুঃচ্ছেদ্য রজ্জুতে দুষ্ট মনকে বাঁধিয়া তাঁহাদের চরণতলে ফেলিয়া রাখ, এতদিন যে কষ্ট দিয়াছে তাহার উপযুক্ত সাজা হইবে। তাহার পর বুদ্ধিকে সেনাপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। সে তোমার অশান্ত আত্মীয়গণকে বশ করিয়া দিবে, তোমার গৃহদ্বার ঠিক্ সাজাইয়া দিবে, কামক্রোধরূপ তৈজসপত্রগুলি, যাহার জন্য তোমার যাতায়াত ঘোচে না, তাহা নিত্য পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। প্রয়োজন মত শ্রীগুরুর নাম করিয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া ব্যবহার করিলে তোমার ক্ষতি হইবে না। প্রারব্ধ-কর্ম্মবশে যতদিন দেহ থাকিবে ইন্দ্রিয়গণ সকলেই তোমায় রাজা বলিয়া স্বীকার করিবে। ক্রমশঃ তুমি স্বয়ংই সমস্ত বুঝিতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করিয়া যেন লোককে শুনাইয়া "শিবোঽহং ব্রহ্মাস্মি" এসব বাক্য উচ্চারণ করিও না. "দাসোঽহং" এই মহাবাক্যের সাধনায় তুমি যেদিন সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে সেই দিন রাজারাণী জীবন্মুক্তিরূপ পুষ্পমাল্য তোমায় পরাইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন। ঐ শুন শ্রুতিরূপে তিনি ডাকিতেছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথ-
স্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ, জাগো সে দুগম পথে যাইতে হইবে, আর নিশ্চিন্ত থাকিও না।

নচেৎ আবার তিনি বলিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত তাহারা অসূর্য্য অর্থাৎ অসুরোচিৎ লোকে গমন করে। তাহাদের নানা যোনীতে যাতায়াত নিবৃত্তি হয় না।

সেইজন্য বলি জাগো! স্বয়ং শিক্ষিত ও কর্ম্মী হইয়া জগৎকে শিক্ষা দাও, পুস্তকে জ্ঞান নাই, জ্ঞান সাধনার সিদ্ধি, জ্ঞান তপস্যার প্রাণ। পশু-পক্ষীর মত শাস্ত্র আবৃত্তি করিলে শত জন্মেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। উপাসনা কর, জ্ঞানের বিকাশ হইবে, সাধনা কর, বিশ্বস্রষ্টার শক্তি তোমায় আলিঙ্গন করিবে। জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞানই চরম লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্য, বৃদ্ধ এই দুইটা অবস্থা সাধনার ঠিক উপযুক্ত নয়। অতএব যৌবনই সাধনার শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ। দেখ যেন এ দুর্লভ ক্ষণ ব্যর্থ হইয়া না যায়। এ কলির সাধনা বড় সহজ সাধনা। অবিরাম নাম কীর্ত্তন করাই এ যুগের প্রধান সাধনা। নাম কর, নাম কর, অনিবার নাম কর। জিহ্বার শব্দ-উচ্চারণের শক্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ নাম কর।

গুরো! শঙ্কর! গুরুরূপে ভাব দিয়া, দাদারূপে ভাষা দিয়া শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার ও শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ স্বামীরূপে উৎসাহ দিয়া, সেই চির-পুরাতন, চির-নূতন সত্য কেন আমাকে লিখিতে বল, তাহা আমি বুঝি না; আর বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। লিখাও লিখি, বলাও বলি, সাধাও সাধি। আমি শুধু অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, কবে সেই অতি পুরাতন মহামন্ত্র আমার হৃদয় ও জিহ্বা একতানে উচ্চারণ করিবে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
জয় গুরু! জয় গুরু! জয় গুরু!

দিগ্‌সুই
৫ই আষাঢ়, ১৩২৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিমসি গঠিত স্তৎ কথয় মে

গুরো ! শঙ্কর ! আমায় দীনকরিয়া দাও প্রভো, যে দীনতা দিয়াছ, ইহা যেন চির প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমি যে আচণ্ডাল প্রত্যেক নরনারী হইতে দীন; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, হইতে দীন, এ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দাও প্রভো, প্রত্যেকের কাছে আমার শিখিবার জিনিষ আছে, প্রত্যেকে আমা হইতে উচ্চ, সকলেই আমার গুরু। প্রতি মানবে, জলে স্থলে, অনিলে, অনলে, বিহগের কাকলীতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, বন-কুসুম সৌরভে, তরুণ অরুণে, চন্দ্রকিরণে, নব নীরদে, এইরূপ ত্রিভুবনের যাহা কিছু সুন্দর তাহাতে তুমি ব্যষ্টিভাবে বিরাজ করিতেছ ; পক্ষান্তরে বজ্রের ভৈরব গর্জ্জনে, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে, আদি-অন্তহীন বিশাল প্রান্তরে, পেচকের কর্কশকণ্ঠে, দাবদগ্ধ অরণ্যে, মরীচিকায়, আমি মূর্খ কত বলিব ভালমন্দ অণু-পরমাণু সকলেই তুমি আছ, সকলই তুমি, তুমিই একথা বলিয়াছ তাহা হইলেই সকলেই আমার পূজ্য, সকলেই আমার প্রণম্য। তোমার আশীর্ব্বাদে সকলের পদতলে যেন এ উন্নত শির নত করিতে পারি, আমি দীন হইতে দীনতম এ বিশ্বাস স্থায়ী করিয়া দাও ; উপদেশ প্রদানেচ্ছু জিহ্বাকে নিরস্ত করিয়া কর্ণকে উপদেশ শুনিতে নিযুক্ত করিয়াছ, আমার দম্ভ আমার গর্ব্ব সব কাড়িয়া লইয়া আমায় ধূলিকণায় পরিণত করিয়াছ ; প্রাণেশ্বর ! চিরদিন যেন তোমার এ আশীর্ব্বাদ নিশ্চল থাকে।

আমি গুণহীন, আমি বিদ্যাহীন, আমি শক্তিহীন, রূপহীন ; আমার কিছু নাই একথা আমি যেন ভুলিয়া না যাই। যে আমিত্বে আমি সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়, সকলের অপেক্ষা বিদ্বান্, সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ মনে হয়, সে আমিত্ব একেবারে নষ্ট করিতে বলিতেছি না। তাহা নষ্ট হইলে দেহ বাক্য ত থাকিবে না, এ দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি মূর্খের শ্রেষ্ঠ, দীনের শ্রেষ্ঠ; জগৎ নিকৃষ্ট বলিয়া যাহা জানে আমি সেই নিকৃষ্টের নিকৃষ্টতম। এ দেহে, এ আমির প্রতিষ্ঠা করিয়া, কর্ত্তা-আমি কাড়িয়া লইয়া দাস-আমি করিয়া দাও; তাহা হইলে আর আমাকে বিদ্যার ঝুড়ি মাথায় করিয়া প্রতি পক্ষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। ওহো! কি নিশ্চিন্তের প্রশান্ত সাগর! আমা-অপেক্ষা মূর্খ আর নাই কি আনন্দ, আর আমা অপেক্ষা শিক্ষিতের কাছে ভয় এবং অশিক্ষিতের কাছে পাণ্ডিত্য, এ দুইটাই নাই। আমি অতি বড় মূর্খ, জিহ্বা নীরব, মস্তক সকলের পদে নত হইবে, এ একটা কি বিমল আনন্দের অতীত অবস্থা। সুন্দর! সুন্দর! অতি সুন্দর! এমন সুন্দর জিনিষ কোথায় কোন গুপ্ত কক্ষে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলে প্রভো!

সকলেই যখন আমার গুরু, আমি কাহাকে উপদেশ দিব। উপদেশের সাতনলা লইয়া অজ্ঞানরূপ পক্ষী সংহার করিতে লোকের দ্বারে দ্বারে আর ঘুরিতে হইবে না। আমা অপেক্ষা তার্কিককে উপদেশ দিতে যাইয়া ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমা অপেক্ষা বাক্‌পটুতাহীনকে উপদেশ দিয়া ইহার একটু উপকার করিলাম এরূপ একটা আত্মতৃপ্তির পুঁটুলী বাঁধিতে হইবে না।

তা বেশ, আনন্দের পাশে নিরানন্দ, সুখের পাশে দুঃখ, শান্তির পাশে অশান্তি, আলোকের পাশে আঁধার, রোগের পাশে আরোগ্য, বিরহের পাশে মিলন, অমাবস্যার পাশে পূর্ণিমা, দিবার পাশে রাত্রি, জীবনের পাশে মৃত্যু, ক্রন্দনের পাশে হাস্য, তৃপ্তির পাশে অতৃপ্তি, শোকের পাশে হর্ষ এইটাই জাগতিক নিয়ম; কিন্তু এ মহাদীনতার অতীত জিনিসের পাশে ত কিছু নাই, দীনতার পাশে উচ্চতা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও এটা তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়—মহানবমীতে ছাগশিশুর বলির মত এই দুইটাকে বলি দিয়া এদের রক্তে মন্দির রঞ্জিত করিয়া, রাখিয়াছ শুধু মহানবমীর স্মৃতির মত, চির নবীনা চির পুরাতনী, পুণ্যময়ী, মহিমাময়ী, মহতী, স্মৃতি।

সেই সে খড়্গখানা অনাদরে অন্ধকারে থাকিয়া মরীচা পড়িয়াছিল, একদিন শান্ত, স্তব্ধ, অরুণ-কিরণ ঝলকিত, শান্তিময়, সুখময়, মধুময় প্রভাতে কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীতে, কি এক মধুর হইতে মধুরতম হৃদয় উন্মাদকারী প্রেম-সঙ্গীত শুনাইলে! কি জানি সে প্রেমময় বিমোহন সঙ্গীতের কি গুণে কি জানি কেন খড়্গখানা আবার শাণিত হইয়া গেল, জানি না কিরূপে সেই মরীচাগুলা কোথায় যাইল! তবে ইহা আমি স্থির জানি সব তোমার দয়া।

তাহার পর সেই শাণিত খড়্গখানা দ্বন্দ্বগণের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া দ্বন্দ্বশূন্য হইয়াছে এবং তাহাদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া যেন কেমন এক প্রকার হইয়া গিয়াছে; সে এক ভীষণ ঝটিকা—সে এক ভীষণ কোলাহল খড়্গ-খানার বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া থামিয়া গিয়াছে নির্দ্বন্দ্বরূপ স্থির সরসীসলিলে একটা কমল ফুটাইয়াছ এবং বলিয়াছ এ পদ্মগন্ধ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। কমলিনী তাহার পরাগমাখা বুকখানি লইয়া তোমার আশীর্ব্বাদরূপ মৃদু-মলয়-মারুৎ হিল্লোলে কম্পিত হইয়া সরোবরের শোভা শতগুণ সংবর্দ্ধিত করিয়াছে। যেন কাহার আশাপথে চাহিয়া আছে, যেন কি এক সত্যের, কি এক আলোর দেবতা আসিবে; তাই থাকিয়া থাকিয়া মধুকরের মধুর স্বরের সহিত স্বর মিলাইয়া কি এক সুধামাখা সঙ্গীতের লহর তুলিয়াছে।

কি আনন্দ! আমি সকলের অপেক্ষা ছোট, আমা হইতে আর নিকৃষ্ট নাই। সকলেই আমার গুরু, শাস্ত্রজ্ঞগণ যশঃ, অর্থ, পাশের, লোভে ধর্ম্মের ব্যভিচার করিতেছেন। তার প্রতিবিধানের জন্য তাঁহাদের সহিত বিচারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ইচ্ছা নাই। ব্যবসাদার গুরুগণ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা ভাবিয়া ক্রোধে দিশাহারা হইতাম উহা আর উপস্থিত নাই। সকলে সুখ দুঃখ লইয়া কষ্ট পাইতেছে। তাহার জন্য প্রাণ কাঁদে না। এখন সে সব নাই এখন সকলেই আমার গুরু। আমি যে সকলের নিকৃষ্ট, আমি কার দুঃখ দূর করিব ব্যষ্টি সমষ্টিতে তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ এতদিন কেন শিখাও নাই প্রভো! তুমিই শিখাইয়াছ গুরুমন্ত্র ইষ্টদেবতা সকলই এক ভাবিতে হয়, গুরুতে মানুষ বুদ্ধি করিতে নাই গুরুই শিব—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই মহামন্ত্র শুধু জিহ্বার দ্বারা বৈখরী উচ্চারণ করিলে হইবে না, মধ্যমা পশ্যন্তী অতিক্রম করিয়া পরা অবস্থায় যাইতে হইবে। এ মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। এ মন্ত্র সাধন করিয়া যেদিন সিদ্ধিলাভ করিবে,… সমষ্টিরূপ আমার পূজা কর, সেবা কর, ব্যষ্টি জগৎরূপ আমার কাছে এ মহামন্ত্র শিক্ষা কর। কিরূপ সাধন করিলে এ মহামন্ত্র সিদ্ধ হইবে শিক্ষা কর। তুমি অতি নিকৃষ্ট, শিক্ষা কর। জিহ্বা, হৃদয়, একতানে এ মহামন্ত্র উচ্চারণ করুক। তুমি অতি দীন, অতি হেয়, অতি তুচ্ছ, শিক্ষা কর।

সেই জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অনিল, অনল, আকাশ, অবনী, সলিলরূপ গুরুগণ! আমি তোমাদের সেবকাধম, আমাকে এ মন্ত্র শিক্ষা দাও, কিরূপভাবে গাহিলে, কিরূপভাবে সাধিলে, কিরূপভাবে উচ্চারণ করিলে, জিহ্বা, হৃদয়, এক হইয়া যায়, শিক্ষা দাও। সকলকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি আমায় বলিয়া দাও। হে শঙ্কর' একদিন কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে জানি না।

"গুরুর্ব্বা তেঽহং বৈ কিমসি গঠিত ত্বৎ কথয় মে"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি কিরূপ গঠিত হইয়াছ? আমাকে বল। তাই তদুত্তরে তোমার দেওয়া ভাব, তোমার দেওয়া ভাষা, তোমারই চরণে ডালি দিলাম, যাহা ইচ্ছা কর!

আমাকে শক্তি দাও। এ মহামন্ত্র সাধনের প্রণালী বলিয়া দাও, আমি হৃদয়-বাক্য একসুরে বাঁধিয়া বলি।

গুরু র্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

দিগ্‌সুই
৭ই বৈশাখ, ১৩২৫ সন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেয়াল

১

হরি গুণগান, কর অবিরাম, যাইবে জনম জ্বালা।
পরাণ ভরিয়ে, প্রেমেতে মাতিয়ে, হরি বল এই বেলা॥
দিনে দিনে দিন, কেটে গেল দিন, শেষের সেদিন এলো।
সব পরিহরি, বল হরি হরি, বৃথা দিন চলে গেলো॥
দুরন্ত কৃতান্ত নিকটে নিতান্ত, হবে অন্ত ভব খেলা॥
কুরসে রসনা, সদাই মগনা, ভ্রমেও রটেনা হরি।
শ্রবণ যুগল, কুকথা কেবল, করেছে শ্রবণ মুরারি॥
দয়ার নিধান, করহে বিধান, হৃদয়েতে জ্বালো আলো॥
(হায়) এ পোড়া দর্শন, করে না দর্শন, তব রূপের মাধুরী।
উচ্চ শির কভু, নামে না হে বিভু, চরণে তোমারিই॥
কুকর্ম্মেতে কর, সদাই তৎপর, জপে না নামের মালা॥
ধন মানে চিত্ত, হয়ে আছ মত্ত, নিত্যধনে চিনিল না।
ওহে নিত্য সত্য, করে নাও ভক্ত, ভক্তিত সখা জানি না॥
দিয়ে মোরে শক্তি, নামে অনুরক্তি, ঘুচাও মনের ময়লা॥

২

প্রাণ ভরি হরি বলরে।
অধম তারণ, পতিত পাবন, হরি বিনা কে আছেরে॥
শয়নে স্বপনে, ভোজনে গমনে, বল সদা হরি হরি।
যাইবে যাতনা, পুরিবে কামনা, হরি পারের কাণ্ডারী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল হরি হরি, জপ হরি হরি, হরেকৃষ্ণ হরে হরে।
যত রত্নরাজি, হর সব ত্যজি, হরি হরি বলে ডাকে ॥
মৃত্যু জয় করি তবু বলে হরি, অঙ্গে ভস্ম মেখে।
অলসতা ত্যজ, হরিনামে মজ, ঐ যে শমন শিয়রে ॥
বিজন বিপিনে, ধ্রুব একমনে, ডাকি পদ্মপলাশলোচনে।
সুখে তরে গেল, ধ্রুবলোক হল, এই হরিনামের গুণে ॥
অপার মহিমা, নাহিক তুলনা, নামের উপমা নাম রে ॥
ব্যাঘ্র নিরখিয়ে, জটিল কাঁদিয়ে, ডাকে দীনবন্ধু হরি।
রাখালের রাজা, রাখাল সাজিয়ে, রাখিল তাহারে মরি মরি ॥
অবশেষে হরি, দিয়ে পদতরি, তারে তরালে ভবসাগরে।
পাপী অজামিল, যেমন কাঁদিল, কোথা নারায়ণ বলে ॥
পাপ মুক্ত হলো, বৈকুণ্ঠেতে গেল, ঐ হরিনামের বলে।
সদাই রসনা, জপনা জপনা, হরে রাম হরে হরে ॥

৩

মুখে হরি হরি বলে, বুক ভাসায়ে নয়ন জলে,
কাঁদলে পরে থাকতে নারে, নেয়রে কোলে তুলে।
কাঁদিতে বাসনা করি,
কাঁদিতে পারিনা হরি,
কেমনে কাঁদিব সখা, তুমি না কাঁদালে ॥
তোরে বলি ওরে নয়ন,
সফল কর নয়ন জনম,
ডাকব যখন হরি বলে, তুই ভেসে যাস্ জলে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেড়ে দিয়ে গণ্ডগোল,
নামেতে হয়ে পাগল,
কাঁদরে মন, বোল হরিবোল, বোল হরিবোল' বলে ॥
ধূলাতে লুটায়ে কায়া,
মাগ্ রে হরিপদ ছায়া,
ঘুচে যাবে আসা যাওয়া, হরির কৃপা হ'লে ॥
হরিবোল হরিবোল,
বল্ হরিবোল বল্ হরিবোল,
পাপী তাপী কে আছিস্ আয়রে আয় চলে ॥

৪

কাঁদরে তুই হরিবোল বলে।
ওরে তরে যাবি অবহেলে ॥
নামের তুলনা উপমা নাই, বলে ভক্তদলে।
তাই ভোলা পাগল, বাজিয়ে বগল,
হরি হরি বলে ॥
অসার সংসার, বিষের আগার
সাধ করে আর খেয়োনা গরল ॥
ভবে আসা, ভালবাসা সব দু'দিনের তরে।
তোর পায়ে ধরে কেঁদে বলি ডাকনা হরি বলে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫

(তোরা) বল হরিনাম বদনে।
যাবে ভ্রান্তি পাবি শান্তি ডাকলে তারে প্রাণে প্রাণে।
প্রভাত রবি-বিমল-ছবি (তার) লাজে লুটায় চরণে।
পূর্ণ শশীর মধুর হাসি শোভা করে আননে॥
পত্রকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে গুণ গুঞ্জে পক্ষীগণে।
(তারে) কর লক্ষ্য, যাবে দুঃখ কি ভয় বনে, ভবনে॥
সে জন ত্রাতা, সে জন ধাতা কীর্ত্তিত বেদ পুরাণে।
ভরসা তাঁরই চরণ তরি, বিষম ভব তুফানে॥
কালশশী করে বাঁশী কভু পত্র বিতানে।
(আবার) চক্র ধরি দানবারি ব্যস্ত অরি নিধনে॥
দিন কেটে যায় নাইরে সময় ত্যজ বিষয়-চিন্তনে।
তাঁর কৃপা হলে অবহেলে পাবি চরণ সে দিনে॥

৬

দাও হে চরণ রাধারমণ, ডাকি কাতরে।
তুমি বিনে শেষের দিনে উপায় কে করে॥
মুখে বলি হরি হরি, বিষয় ভুলিতে নারি,
বিষয় বিষম অরি গ্রাসিল আমারে॥
বলি ওহে বংশীধারী, ছাড়িয়া ছল চাতুরী,
আমারে তোমার করি নাওহে এবারে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতই আসিব ভবে, করম তো বেড়ে যাবে,
কবে সখা উদয় হবে হৃদয় মন্দিরে ॥
দিন দিন দিন গুনি, দেখা দিবে গুণমণি,
দেখা তো দূরের বাণী পলাও অন্তরে।
দিয়ে পুত্র পরিবার, দেখো না হে একবার,
পাই দুঃখ বারে বার শুধু অবিচারে ॥
এবার বিচার চাই, অন্তিমে চরণ পাই,
যাতায়াত বড় বালাই, বেজেছে অন্তরে ॥

৭

কলুষ-কলাপ-কলন-কারণ কৃষ্ণ করুণাময়।
কাতর কিঙ্করে কুরু করুণাং কালজ-ভয়-লয় ॥
কেশি কংশ ধ্বংসকারি কুবলয়াপীড় সংহারি।
কমলাকান্ত কাননচারি কালিন্দি কুলে কল বেণু বাদন ॥
কমলামলকমল পূজিতং চরণং দেহি মে কমলবাসিনী বাণীবাঞ্ছিত চরণং
কাল কর্ত্তৃ-কাম বিমোচন কামিনীকাঞ্চনভীতি নিবারণ ॥
বিমলকং কুরু বিধানং কলৌ কল্কিরূপ ধারণ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮

ভবে পাগল নয় কেরে।

তুমি পাগল, আমি পাগল, পাগল তো সবাই রে॥
বিষয় নিয়ে পাগল হয়ে ভাস সদা আঁখি নীরে,
গুরু ব'লে হ'লে পাগল শান্তিধারা বয় রে॥
সুখের পসরা লয়ে গুরু বেড়ান দ্বারে দ্বারে,
নিব না নিব না করে, থাক সদা দূরে দূরে॥
ভবের সুখ দুঃখ লয়ে আর তুমি থেক না রে,
(তোর) দুঃখ সুখের বিষয় বোঝা চাপিয়ে দে রে গুরুর ঘাড়ে।
যেখানে সেখানে থাক, ডাক সদা গুরু বলে
ছুটে এসে নিয়ে কোলে দিবে প্রবোধ রে॥

৯

এস হৃদয় রঞ্জন।
আমার যা কিছু ছিল করেছি ত সমর্পণ॥
যা দিয়েছিলে সব লয়েছ ফিরায়ে,
ভবে আছি সখা তোমার হইয়ে,
এবে যাচি শুধু দরশন॥
নিতুই ভাবি আসিবে হে, হৃদয় আলো করিবে হে,
নয়ন সলিল দিয়ে ধুয়াইব শ্রীচরণ॥
কঠিন বলিতে নারি, কোমল তো নও হে,
কোমল হইলে সখা কাঁদাতে হে অনুক্ষণ॥
দীন হতে দীন আমি, তুমি হে অখিল স্বামী,
আসিব বলেছ নাথ, তাই এই আকিঞ্চন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০

বাজে ঐ সেই বীণা বাজে।
পাগল করিল মোরে নিশিদিন বেজে॥
যেন কি অতীত স্মৃতি, যেন কি পুরাণ গীতি,
যেন কি হারাণ নিধি, আসে নব সাজে॥
যেন কি সুখের কথা, যেন কি মরম ব্যথা,
যেন কি আশার স্বপন হৃদি মাঝে বাজে॥
ভেসে আসে নিতি নিতি, করুণার পুণ্য গীতি,
মনে হয় এনে দিবে সে হৃদয় রাজে॥
হে গুরো করুণাসিন্ধু, বিতরি করুণাবিন্দু,
দূর কর ব্যবধান দুজনার মাঝে।

১১

আমি কৈ আমি কৈ হে।
পাঁতি পাঁতি করি শুধু খুঁজে মরি
পাই নাক তোমা বই তোমা বই হে॥
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তুমি সবার মূলাধার,
তবে আমি কৈ আমি কৈ হে॥
তুমি শ্রোত্র তুমি ত্বক্ তুমি চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ,
তুমি প্রাণ তুমি আপন তুমি ব্যান সমান উদান॥
তুমি বাক্ তুমি পাণি, তুমি পাদোপস্থ পায়ু,
তুমি ক্ষিতি তুমি জল তুমি তেজ ব্যোম বায়ু,
তুমি শব্দ স্পর্শ রূপ রস তুমি গন্ধ সকলই তো তুমি,
তবে আমি কৈ আমি কৈ হে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২

জাগো গুরো জাগ ত্রিলোচন।
কতদিন আর মহাযোগে র'বে অচেতন ॥
যায় ধরা রসাতলে-নাস্তিকদ'লে দলে ধর্ম্ম মহাধন।
এবে যশ অর্থ নারীপদে করেছে সব সমর্পণ ॥
কেহ স্বার্থসিদ্ধি আশে, সাজিয়ে গুরুর বেশে
করে ধর্ম্ম বিনাশন ॥
জাগো জাগো জাগো শূলী
তব বলে হয়ে বলী
করি পুনঃ বেদ মন্থন ॥

১৩

জাগো জাগো জাগো সরলে।
থেকো না'ক আর ভাব ভুলে ॥
কে তুমি কেন এসেছ ভবে,
কি তোমায় করিতে হবে,
সাধিয়া দেখাও দেবি! শিখাও সকলে ॥
পতিপূজা মহাব্রত,
এ ভারতে অস্তমিত,
হো'ক পুনরুদিত তব সাধন বলে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪

মানময়ি দাও দাও চরণ দুখানি।
সাদরে হৃদয়ে ধরি আপনাকে ধন্য মানি,
মান করা সাজে না সাজে না সাজে না গো।
তুমি অতি গুণবতী আমি গুণহীন,
শিখাও গো প্রেমরীতি আমি প্রেমাধীন,
তুমি ছাড়া কিছু জানি না জানি না জানি না গো ॥
ভালবাসি তাই বাসি কেন বাসি জানি না,
(মোর) ভালবাসা পূজা জপ ভালবাসা সাধনা,
আমি কিছু জানি না জানি না জানি না গো ॥
পরাণের প্রিয়া তুমি হৃদয়ের রাণী,
প্রাণাসিকা প্রিয়তমা তুমিগো সর্ব্বাণী,
আমি কিছু জানি না জানি না জানি না গো ॥
মাতারূপে প্রসবিয়ে স্ত্রীরূপে ভালবাস,
তুমি পিতা তুমি ভ্রাতা তুমি গুরু তুমি আলো,
আমি কিছু জানি না জানি না জানি না গো ॥
তুমি অণু পরমাণু সকলের মা তুমি
তুমি আছ তাই আছি না থাকিলে নাই আমি
তুমি ছাড়া কিছু জানি না জানি না গো।

১৬ই বৈশাখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫

কাঁদাবি জানি গো তারা তা'তে আমি ভয় করি না।
রোগ শোক তোর আশীর্ব্বাদ তাকি আমি জানি না॥
সুখে পাছে ভুলে যাই, রোগ শোক দাও গো তাই,
হৃদয়ে জ্বাল গো আগুন, দাও জ্বালা যাতনা॥
সুখ ব'লে দুঃখ দিয়ে, যাতায়াত দিস্ বাড়ায়ে,
বোকার দল সুখ পেয়ে, তোকে আর ভাবে না॥
তোকে শুধু যে জন চায়, তার বাঁধন কেটে যায়,
সুখ আশে যে জন ডাকে, সে ডাক তার বিড়ম্বনা॥
রাক্ষসী তোর ভাণ্ডার হ'তে, দে'না দুঃখ বিধিমতে,
দিয়েছি এ বুক পেতে, বাকী কিছু রাখিস্ না॥
দাশরথি গুরু যা'র, রোগ শোকে ভয় কি তা'র,
গুরুর বলে সেবক বলে এবার জারীজুরী খাটবে না।

১৬

ঘুমাও ঘুমাও খুব ঘুমাও ভুল ক'রে যেন জেগো না।
তন্দ্রা বিজড়িত চোখে জেগে আছি বোলো না॥
ঘুমাতে এসেছ ভবে, ঘুমায়ে লও এবে,
দেখ যেন জেগো না জেগো না॥
ঢুলু ঢুলু ঘুমে আঁখি তুমি, আবার জাগাবে কি
ত্যজরে জাগরণ ছলনা॥
নাশিতে এ বিভাবরী, পূর্ব্বাকাশ আলো করি,
তপন উঠিল ঐ দেখ না।
প্রদানিয়ে নিজ কর, জাগাইবে দিনকর,
আর ঘুমাতে পাবে না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭

দুঃখ যে রে সুখের কারণ।
সুখেতে ডাক না বলে দেয় দুঃখ সেইজন ॥
দুঃখ নাও আদর করে, সে দূরে আর রবে না রে,
এসে তোর হৃদ মাঝারে ঘুচাবে বেদন ॥
সুখ হয়ে দুঃখ আসে, কাঁদায় রে অবশেষে,
ভোগরূপে রোগ এসে কাঁদায় যেমন ॥
সুখ তুমি বল যা'রে সে'ত সুখ নহে রে
যে সুখে বাঁধন বাড়ে, সে সুখ কেমন ॥
যতদিন দুটো রবে, তারে তুমি না পাইবে,
তা'র দুটো তারে দিয়ে জপ অনুক্ষণ ॥

১৮

ভোগী ভাব একবার।
নিজের পদে নিজে মেরো না কুঠার ॥
যৌবন-ধন-জন নিশার স্বপন সম
ঘুম ভাঙ্গিলে থাক্‌বে না'ক আর ॥
ঐ ঐ জরা এলো, যৌবন চলে গেলো,
ধীরে ধীরে হয় মরন আগুসার ॥
জরা মরণ তব অবশ্য হইবে
তার করে তুমি না পাবে নিস্তার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সঙ্গে না যাবে দেহ, না যাবে বিলাস,
যাবে শুধু মহা হাহাকার ॥
যদি চাও মৃত্যু জয় ভাব তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
জরা মরণ আর হবে না তোমার ॥

১৯

দুঃখ দাও তায় দুঃখ নাই, তুমি যদি কাছে থা'ক।
তোমার আমি আছি কিনা ঠিক্ ফিরে ফিরে যদি দেখো ॥
নিকটে থাকিয়া করুনা নয়নে,
হেরিছ আমায় সদাসর্ব্বক্ষণে,
মাঝে মাঝে তুমি কেন তা জানিনে
একথা ভুলায়ে রাখ ॥

জাগায়ে হৃদয়ে বিষয়-বাসনা,
দাও মোরে তুমি কত যে কামনা,
বারেক তখন চাহিয়ে দেখ না,
কেন তাহা জানি না'ক ॥

গেহ দেহ দারা ভাবি আপনার,
তোমারে ভুলিয়ে করি হাহাকার,
মুখে বলি বটে তোমার তোমার,
মন সে কথা বলে না'ক ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ভোগের আশায় ভোগ শুধু চায়,
ভোগের অভাবে করে হায় হায়,
করুণা তোমার তাহারে জানায়,
কিছু তব নয় জান না'ক ॥
যা' কিছু দিয়াছ সকলই তোমার,
তুমি ছাড়া মোর কিছু নাহি আর,
তুমি যে আমার আমি যে তোমার,
এ স্মৃতি হৃদয়ে জাগায়ে রা'খ ॥
করুণার তুমি মহা পারাবার,
দাও মোরে শুধু সেবা অধিকার,
কি আর দিবে হে এর অধিক আর,
আর কিছু চাহি না'ক ॥

সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ সীতারামদাস প্রবর্ত্তিত—মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ "দেবযান" বার্ষিক চাঁদা, সডাক তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়,
পোঃ—মগরা, জেলা হুগলী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত অন্যান্য বই—

মহারসায়ণ (দ্বিতীয় সংস্ককরণ)—১৲
শ্রীশ্রীনামমহিমামৃত—১৷৹
শ্রীশ্রীগুরুগীতা—১৲
শ্রীশ্রীনাম রসায়ণ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—১৲
পুষ্পচন্দন (কবিতা)—৷৷৹
সুধার ধারা (কবিতা)—৷৷৹
ত্রৈকালিক স্তবমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—৷৹
ঠাকুরের ১৫" × ১২" ফটো—১৲
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
(স্বরলিপি)— যন্ত্রস্থ
মহরসায়ণের ইংরেজী অনুবাদ
Road to Life Divine. যন্ত্রস্থ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীরামাশ্রম	দেবযান কার্য্যালয়	জয়গুরু পুস্তকালয়
ডুমুরদহ, হুগলী।	মগরা, হুগলী।	বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান।

মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi